দৈনিক
আজকালের খবর
Date:24-04-2016 Page:03, Col: 1-4 Size:40 Col*Inc

রানা প্লাজা ট্র্যাজেডির ৩ বছরে পাঁচ ইস্যুর একটিও নিষ্পত্তি হয়নি

● জাকির হুসাইন

আজ ২৪ এপ্রিল। আজ থেকে তিন বছর আগে দেশের গার্মেন্টস খাতের ইতিহাসের সব থেকে বড় দুর্ঘটনা রানা প-াজা ট্র্যাজেডি। ভয়াবহ এ ট্র্যাজেডির ৩টি বছর পেরিয়ে গেলেও নিখোঁজ শ্রমিক, আহত শ্রমিকদের চিকিৎসা, পুনঃকর্মসংস্থান, আর্থিক সহায়তা বা ক্ষতিপূরণ এবং আইনি প্রক্রিয়া এ ৫টি বিষয় এখনো নিষ্পত্তি হয়নি এমনই তথ্য উঠে এসেছে দেশের বিশিষ্টজনদের বক্তব্যে।

গতকাল শনিবার রাজধানীর ব্র্যাক ইন সেন্টারে 'অন রি-ইমার্জিং ফ্রম দ্য রানা প্লাজা ট্র্যাজেডি : অ্যান অ্যাকাউন্ট অন দ্য থার্ড অ্যানিভার্সারি' শীর্ষক সংলাপের আয়োজন করে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি)। রানা প্লাজা দুর্ঘটনার ৩ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এটি রানা প্লাজা দুর্ঘটনা নিয়ে সিপিডি একটি গবেষণা প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে। যা সংস্থাটির পঞ্চম প্রতিবেদন। সিপিডির এ গবেষণা প্রতিবেদনেও এসব তথ্য উঠে এসেছে।

সিপিডির সম্মানিত ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন সিপিডির চেয়ারম্যান অধ্যাপক রেহমান সোবহান, শ্রম মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ইসরাফিল আলম, শ্রম ও কর্মসংস্থান সচিব মিকাইল সিপার, সিপিডির নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক মুস্তাফিজুর রহমান, ব্যারিস্টার সারাহ হোসেনসহ ইউএস, নেদারল্যান্ডস, ফ্রান্স, স্পেন, সুইডেন ও নরওয়ের রাষ্ট্রদূত, হেড অব ইউএন ওম্যান, ডেনমার্ক, আইএলও, অ্যাকর্ড, অ্যালায়েন্স প্রতিনিধি ও শ্রমিক নেতারা।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সিপিডির অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক ড. গোলাম মোয়াজ্জেম। মূল প্রবন্ধে তিনি বলেন, রানা প-াজা দুর্ঘটনায় নিখোঁজ শ্রমিকদের সংখ্যা কমেছে। তবে এখনো ৫৫ জন নিখোঁজ রয়েছেন। আহত শ্রমিকদের স্বাস্থ্যগত সমস্যার উন্নতি হয়েছে। তবে এখনো বড় অংশ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ঝুঁকিতে রয়েছেন। আহত শ্রমিকদের প্রায় ৮০ শতাংশ শারীরিক সমস্যায় রয়েছেন, ১৫ শতাংশ শ্রমিকের শরীরে ব্যথা রয়েছে এবং তাদের পক্ষে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়া কষ্টসাধ্য। ৪৮ শতাংশের পুরোপুরি কর্মসংস্থান হয়নি। পুনঃনিয়োগে হয়েছে মাত্র ২১ শতাংশের। রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পর ৩ হাজার ৬৩২টি কারখানা পরিদর্শন করা হয়েছে। কিন্তু এখনো ৯০৯টি কারখানা পরিদর্শনের বাইরে রয়েছে।

সিপিডির চেয়ারম্যান রেহমান সোবহান বলেন, বিল্ডিং কোড না মেনে যারা কাঠামো তৈরি করছেন, তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনকে কঠোর হতে হবে। উৎপাদন ব্যবস্থাসহ কারখানার চারপাশের পরিবেশের নজরদারি ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। পাশাপাশি উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমিকদের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে হবে। সম্ভব হলে শ্রমিকদের মালিকানায় অংশীদারিত্ব করতে হবে। একই সঙ্গে বৈশ্বিক অর্থনীতির ব্যবস্থায় গুরুত্ব দিয়ে পণ্যের মূল্য সমন্বয় করতে হবে। বর্তমানে বাংলাদেশের পোশাক কারখানা থেকে ৫ ডলারের কেনা একটি পণ্য ২৫ ডলারে বিক্রি হচ্ছে। এর মাঝের ২০ ডলার কোথায় যাচ্ছে তার সমাধান করতে হবে। তা না হলে রানা প্লাজার মতো দুর্ঘটনা বন্ধ হবে না। সস্তা শ্রম নয় শ্রমিকদের নৈপুণ্যেই বাংলাদেশের পোশাকশিল্প টিকে আছে এমন মন্তব্য করে মার্কিন রাষ্ট্রদূত মার্সিয়া বার্নিকাট বলেন, শ্রমিকদের নৈপুণ্যের কারণে বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তা পেয়েছে বাংলাদেশি পোশাক। আর এর ওপর ভিত্তি করেই তৈরি পোশাক খাত বিস্তার লাভ করেছে। যে কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘ সময় ধরে বাংলাদেশের সঙ্গে আছে এবং ভবিষ্যতেও বাংলাদেশের পোশাক খাতের সঙ্গে থাকবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

- রানা প্লাজার শ্রমিকদের ৮০ শতাংশই শারীরিক সমস্যায় ভুগছেন
- এখনো ৫৫ জন শ্রমিকের কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি
- পোশাক খাতে ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার দাবি শ্রমিক নেতাদের
- শুধুমাত্র শ্রমিকদের নৈপুণ্যেই টিকে আছে পোশাকশিল্প

কারখানা পরিদর্শনে আসা ক্রেতাদের দুটি সংগঠন অ্যাকোর্ড এবং অ্যালায়েন্স বাংলাদেশে কতদিন তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করবে এমন তর্কের নিজ দেশের অবস্থান তুলে ধরে তিনি বলেন, অ্যাকোর্ড, অ্যালায়েন্সের অবদান প্রথম দিকে বোঝা না গেলেও এখন এটার ফল পাওয়া যাচ্ছে। কারণ তারা গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাজ করেছে।

নেদারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত লিওনি মার্গারেথ বলেন, পৃথিবীর সব থেকে আদর্শিক ও ভালো কারখানাগুলোর বেশ কয়েকটি বাংলাদেশে অবস্থিত। তবে বিশ্বব্যাপী এটির খুব একটা প্রচারণা নেই। রানা প্লাজার দুর্ঘটনার পর সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, রানা প্লাজার ঘটনাকে মনে রেখে আগামীতে একটি সুন্দর শিল্প পরিবেশ গড়ে তুলতে সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। আর রানা প্লাজার সব ধরনের শ্রমিকদের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয়কে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, নিখোঁজ শ্রমিক, আহত শ্রমিকদের চিকিৎসা, পুনঃকর্মসংস্থান, আর্থিক সহায়তা এবং প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের প্রতি আমাদের জোর দিতে হবে। সংলাপে অংশ নেয়া শ্রমিক নেতারা বরাবরের মতো পোশাক খাতে ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার দাবি জানিয়ে বলেন, দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের এ যাবৎকালে যতটা অর্থ সহযোগিতা দেয়া হয়েছে তার পুরোটাই কোনো না কোনো ক্রেতা গোষ্ঠী বা সংস্থার অনুদান বা সাহায্য। প্রকৃত অর্থে যাদের ক্ষতিপূরণ দেয়ার কথা এখন পর্যন্ত তাদের কাছ থেকে কোনো ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায়নি। কার কাছ থেকে কীভাবে ক্ষতিপূরণ আদায় করা হবে তার একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা চান শ্রমিক নেতারা। একইসঙ্গে রানা প্লাজাসহ গার্মেন্টস খাতে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনায় আহতদের সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত সুচিকিৎসা ও যারা সুস্থ হয়ে উঠেছে তাদের কর্মসংস্থানের দাবি জানান তারা।

আমাদের সময়
Date:24-04-2016 Page:1, Col 3-4 Size:7 col* inc

অনিরাপদ একটি কারখানাও পোশাক খাতের জন্য ঝুঁকি
–মার্সিয়া বার্নিকাট

পৃষ্ঠা : ৩

সিপিডির অনুষ্ঠানে বার্নিকাট

অনিরাপদ একটি কারখানাও পোশাক খাতের জন্য ঝুঁকি

নিজস্ব প্রতিবেদক

ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত মার্সিয়া স্টিফেনস ব্লুম বার্নিকাট বলেছেন, বাংলাদেশে অনেক ভালো পোশাক কারখানা আছে, কিন্তু কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে মানুষ সেই দুর্ঘটনার কথাই বলবে। ভালো কারখানার কথা বলবে না। তাই অনিরাপদ একটি পোশাক কারখানাও দেশের পোশাক খাতের জন্য ঝুঁকি। কারখানা সংস্কার ও কর্মপরিবেশের উন্নয়নে বাংলাদেশ বর্তমানে নেতৃত্ব পর্যায়ে আছে। গতকাল রাজধানীর ব্র্যাক সেন্টার ইনে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) আয়োজিত 'রানা প্লাজার তিন বছর' শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। সিপিডির চেয়ারম্যান রেহমান সোবহানের সভাপতিত্বে এতে আরও উপস্থিত ছিলেন, সংসদ সদস্য ইসরাফিল আলম, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মিকাঈল শিপার, আইএলওর কান্ট্রি ডিরেক্টর শ্রীনিবাস রেড্ডি, ব্যারিস্টার সারা হোসেন, সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তাফিজুর রহমান, বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের নেতা ও বাংলাদেশে নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতরা। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সিপিডির অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক খোন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম।

www.dailyasianage.com
THE ASIAN AGE
CITY EDITION
Date: 24-04-2016 Page: 01, Col 6-8 Size: 20 Col*Inc

Rana Plaza 3 years on: Slow progress made in RMG sector

▶ News Desk

There has been some sort of improvement in the country's RMG sector working environment after the Rana Plaza tragedy that happened 3 years ago, but the progress is slow.

Centre for Policy Dialogue (CPD), a civil society think tank, made

▶See page 2 col 3

Rana Plaza 3 years on: Slow

▶▶ CONTINUED FROM PAGE 1

this observation at a dialogue, titled 'Re-emerging from the Rana Plaza Tragedy: An Account on the Third Anniversary', at the capital's Brac Centre Inn yesterday.

In his keynote presentation, CPD additional research director Dr Khondaker Golam Moazzem said a major challenge for improving the working environment in the RMG sector is the slow preparation of the market players and stakeholders.

He focused on remediation of RMG factories, freedom of association, changes in governance in the global apparel value chain and some of the unaddressed issues of Rana Plaza victims and their families.

Dr Moazzem said the victims are still worried about some issues -- missing workers, medical treatment of the injured workers, re-employment and financial support (compensation). CPD Distinguished Fellow Dr Debapriya Bhattacharya, who moderated the function, said a better coordinated and institutionalized approach needs to be taken by the government to expedite this development process so that the country can avoid incidents like the Rana Plaza one.

"It's a matter of regret that not a single case in connection with the Rana Plaza tragedy has been disposed of yet even after the three years of the incident," he said. Presided over by CPD Chairman Prof Rehman Sobhan, the dialogue was addressed, among others., by Md Israfil Alam MP, Labour and Employment Secretary Mikail Shipar, BGMEA Senior Vice President Faruque Hassan, Country Director of ILO Country Office for Bangladesh Srinivas B Reddy US Ambassador to Bangladesh Marcia Stephens Bloom Bernicat, French Ambassador Sophie AUBERT, Dutch Ambassador Leoni Margaretha

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন
Date:24-04-16 Page: 1 Col:1 Size: 7.5 Col*Inc

শ্রমিক নিরাপত্তায় আরও কাজ করতে হবে : সিপিডি

নিজস্ব প্রতিবেদক

রানা প্লাজা ধসের তিন বছর পর পোশাক খাতের সংস্কারে সরকার, অ্যাকর্ড-অ্যালায়েন্স, বিজিএমইএসহ বিভিন্ন মহলের পদক্ষেপে পরিস্থিতির অগ্রগতি হয়েছে। তবে শ্রমিকদের নিরাপত্তার জন্য আরও কাজ করতে হবে। রাজধানীর ব্র্যাক-ইন সেন্টারে গতকাল রানা প্লাজা ট্র্যাজেডির তিন বছর পূর্তিতে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে বক্তারা এ কথা বলেন। 'রি-ইমার্জিং ফ্রম দ্য রানা প্লাজা ট্র্যাজেডি : অ্যান একাউন্ট অন দ্য থার্ড অ্যানিভার্সারি' শীর্ষক অনুষ্ঠানে তারা আরও বলেন, 'এখনো শ্রমিকদের এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

শ্রমিক নিরাপত্তায়

[প্রথম পৃষ্ঠার পর] ট্রেড ইউনিয়ন করতে দেওয়া হচ্ছে না। রানা প্লাজার অভিজ্ঞতা সারা পৃথিবীর জন্যই শিক্ষা।' সিপিডির ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন। সংস্থাটির অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম রানা প্লাজার শ্রমিকদের বর্তমান অবস্থা এবং আগামী দিনগুলোতে পোশাক খাতের চ্যালেঞ্জ নিয়ে গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেন। সিপিডির চেয়ারম্যান রেহমান সোবহান বলেন, 'এই সমস্যা সমাধানে আমাদের দীর্ঘমেয়াদি কমিটমেন্টে যেতে হবে। তিন বছরে রানা প্লাজা ধসের পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে বিশ্বব্যাপী যে কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে, তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই ইস্যুতে সরকার, ব্যবসায়ী মহল, সুশীল সমাজসহ গোটা সমাজই সম্পৃক্ত হয়েছে।' সিপিডির নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, 'কর্মক্ষেত্র নিরাপদ করতে সরকার, বিজিএমইএ, অংশীজনসহ বিভিন্ন সংস্থা পদক্ষেপ নিয়েছে। এ ধরনের দুর্ঘটনা যাতে আর না ঘটে এ জন্য সব মহলকে সজাগ হতে হবে।' শ্রমসচিব মিখাইল শিপার বলেন, 'আমরা অকুপেশনাল সেফটি নামক কমিটি গঠন করছি। কারখানা পরিদর্শকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ছাড়া শ্রমিকদের জন্য ডাটাবেজ ও হেল্প লাইন করা হয়েছে।'

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন
Date:24-04-16 Page: 1 Col:4-5 Size: 5 Col*Inc

রানা প্লাজার ঘটনা যেন আর না ঘটে

রানা প্লাজার দুর্ঘটনায় আহত শ্রমিকদের হয়তো আর আগের জীবনে ফিরিয়ে নেওয়া যাবে না, কিন্তু আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে এ ধরনের দুর্ঘটনা যেন আর না ঘটে। ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মার্শা স্টিফেনস ব্লুম বার্নিকাট গতকাল রাজধানীর ব্র্যাক-ইন সেন্টারে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) এক অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন। এ ছাড়া বাংলাদেশের পোশাক খাতের উন্নয়নে এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

রানা প্লাজার

[প্রথম পৃষ্ঠার পর] যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের পাশে থাকবে বলেও তিনি আশ্বাস দেন। মার্শার মতে, পোশাক কারখানা সংস্কার ও কর্মপরিবেশ উন্নয়নে বাংলাদেশ ভালো অবস্থানে রয়েছে। আর বাংলাদেশ এই ধারাবাহিকতা রক্ষা করেই প্রতিযোগিতায় টিকে থাকবে। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের পোশাকশিল্প সস্তা শ্রমের কারণেই টিকে আছে এমন ধারণায় তিনি বিশ্বাসী নন। কারখানা পরিদর্শনে আসা ক্রেতাদের দুই সংগঠন অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্স সম্পর্কে তিনি বলেন, প্রথমদিকে এই সংস্থা দুটির কার্যক্রম নিয়ে ধারণা না থাকলেও এখন এর ফল পাচ্ছি। ধারণা করছি, পোশাক খাতকে নিরাপদ করতে তাদের ২০১৮ সালের বেশি সময় লাগবে।
—নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশ সময়
THE DAILY BANGLADESH SHOMOY
Date:24-04-2016 Page:08, Col:4-7 Size:24 Col*Inc

তদন্তের নামে সময়ক্ষেপণ

সুপন রায়

২৪ এপ্রিল, ২০১৩। রাজধানীর অদূরে সাভারে ধসে পড়ে 'রানা' প্লাজা। দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। শুধু দেশেই নয়, বিশ্বেও এ ধরনের ঘটনা বিরল। নির্মম এই ঘটনায় প্রাণ যায় ১১৩৫ জনের। এরপর অবহেলা জনিত মৃত্যু এবং ইমারত নির্মাণ আইনে দুটি মামলা হয়। দুটি মামলারই আসামি রানা প্লাজার মালিক সোহেল রানা। কিন্তু গত তিন বছরেও তাকে বিচারের মুখোমুখি করা যায়নি। গত বছর পয়লা জুন দুই মামলায় ৪২ জনকে অভিযুক্ত করে চার্জশিট দেয় সিআইডি। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা বলেছিলেন, আসামিদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে। এরপরও পেরিয়ে গেছে ১১ মাস। এখন পর্যন্ত আইনি মারপ্যাঁচে অভিযোগই গঠন করতে পারেননি আদালত। শুনানির দিন এলেই হাজির করা হয় আসামিদের। কিন্তু কয়েকজন সরকারি কর্মকর্তা আসামি হলেও, এ ব্যাপারে এখনো সরকারের অনুমোদন মেলেনি। তবে এতকিছুর পরও ঢাকা জেলা ও দায়রা জজ আদালতের ভিপির দাবি, এ বছরই শুরু হবে বিচার। তবে কেন এত দেরি সেই প্রশ্নের সদুত্তর নেই রাষ্ট্রপক্ষের। এদিকে সোহেল রানার বিরুদ্ধে দুর্নীতি মামলায় দুদক যে তদন্ত করছে সেটিও চলছে ধীরগতিতে। তবে আসামিপক্ষের আইনজীবীর দাবি, বিনা বিচারে কারাগারে আটকে আছেন রানাসহ ছয়জন। দুটি মামলায় জামিনে আছেন ২৩ জন। পলাতক ১২ জন। এর মধ্যে প্রধান আসামি সোহেল রানা হাইকোর্ট থেকে জামিন পেলেও আপিলে তার জামিন স্থগিত হয়ে যায়। মামলা দুটির শুনানির দিন ধার্য রয়েছে আগামী ২৮ এপ্রিল। আসামিপক্ষের আইনজীবীর দাবি, তিন বছরেও বিচার শুরু না হওয়া, রাষ্ট্রের ব্যর্থতা।

এদিকে, রানা প্লাজা দুর্ঘটনার তিন বছর হতে চললেও এখনো বেশিরভাগ দোষী ব্যক্তিকে আটক করতে পারেনি আইন শৃঙ্খলা বাহিনী। এ ঘটনায় দায়ের করা দুই মামলার বিচার কাজ শুরু হলেও দীর্ঘসূত্রিতার কারণে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে নেওয়ার চিন্তা-ভাবনা করছে রাষ্ট্রপক্ষ। ইতিহাসের অন্যতম এ শিল্প দুর্ঘটনায় মারা যায় সহস্র ধিক শ্রমিক, আহত দুই হাজারের কাছাকাছি।

ভয়াবহ এ ধসের কারণ অনুসন্ধানে গঠিত উচ্চ পর্যায়ের কমিটি বেশ কয়েকটি সুপারিশ করেছিল। দুর্ঘটনার পর দুটি মামলা হয়। ৪১ আসামির মধ্যে ইমারত ৯৮ পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

তদন্তের নামে

নির্মাণ আইনের মামলার ৫ জন ও হত্যা মামলার ১২ আসামি এখনো পলাতক। প্রায় অর্ধেক আসামিকে আটক করতে না পারাকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর চরম ব্যর্থতা হিসেবে দেখছেন অনেকেই। বিচার তো দূরের কথা, অনেকে এখনো ক্ষতিপূরণও পাননি। কয়েক দিনের মধ্যে ঢাকার আদালতে দুটি মামলারই অভিযোগ গঠনের শুনানি হবে। বিচারে যাতে দীর্ঘসূত্রিতা না ঘটে, সেজন্যে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে নেওয়ার আবেদনের কথা ভাবছে রাষ্ট্রপক্ষ। রানাপ্লাজা দুর্ঘটনার বিচার-ক্ষতিপূরণ হয়তো হবে, কিন্তু কয়েক সেকেন্ডের সেই ভয়াল স্মৃতি ভুলে যাওয়া অসম্ভব।

সেদিন যা ঘটেছিল : ২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল সকাল ৮ :৪৫ মিনিটে সাভারে বহুতল রানা প্লাজা ভবনটি ধসে পড়ে। ভবনটিতে পোশাক কারখানা, একটি ব্যাংক এবং একাধিক অন্যান্য দোকান ছিল; সকালে ব্যস্ত সময়ে এই ধসের ঘটনাটি ঘটে। ভবনটিতে ফাটল থাকার কারণে ভবন না ব্যবহারের সতর্কবার্তা থাকলেও তা উপেক্ষা করা হয়েছিল। সাভার বাসস্ট্যান্ডের কাছে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের পাশেই ৯তলা এই ভবনটি রানা প্লাজা হিসেবে পরিচিত এবং এর মালিক সোহেল রানা সাভার পৌর যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক। ঘটনার আগে ভবনটির ফাটল নিশ্চিত হওয়ার পর ভবন ছেড়ে চলে যেতে বলা সত্ত্বেও, অনেক গার্মেন্টস সুপারভাইজাররা ভবনটিকে নিরাপদ ঘোষণা করে শ্রমিকদের পরের দিন কাজে ফিরতে বলা হয়। নির্দেশ মতো শ্রমিকরা যথাসময়ে কাজে যোগ দিলে সকাল পৌনে ৯টায় ৯তলা ভবনটির প্রথম তলা বাদে বাকি সব তলা ধসে পড়ে। কিছু অংশ পাশের একটি ভবনের ওপর পড়ে। ধসে পড়ার সময় ভবনটিতে প্রায় ৩ হাজার কর্মী ছিল। কর্মরত শ্রমিকদের মধ্যে বেশিরভাগ ছিল নারী যাদের সাথে তাদের শিশু সন্তানও সেখানে নার্সারি সুবিধায় ছিল। প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা মতে সকাল প্রায় ৯টার দিকে হঠাৎ করে বিকট শব্দ এবং কাঁপনে তারা ভূমিকম্পের আশঙ্কা করেন। পরে বেরিয়ে দেখেন বিরাট এলাকা ধুলাবালিতে ধোঁয়াটে হয়ে পড়েছে। দুর্ঘটনার পর সাধারণ জনগণ, সেনাবাহিনী, পুলিশ, র‍্যাব ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা উদ্ধারকাজ চালায়। এই ঘটনার ১৭ দিন পর ১০ মে ধ্বংসস্তূপ থেকে রেশমা নামের এক মেয়েক জীবিত উদ্ধার করা হয়। হতাহতদের পরিবারের আর্তনাদ আর আহাজারিতে আজও আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে ওঠে।

ঘটনার পরদিন অর্থাৎ ২৫ এপ্রিল একদিনের জাতীয় শোক পালন করা হয়। এ ঘটনার পর উত্তেজিত পোশাক শ্রমিকরা দোষীদের দ্রুত গ্রেফতার ও কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা বাড়ানোর দাবিতে ঢাকা, গাজীপুর ও চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক আন্দোলন, গাড়ি ও বিভিন্ন ভবনে ভাঙচুর চালায়। ২৫ এপ্রিল ঢাকা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ভবন ও ঐ ভবনের গার্মেন্টস মালিকদের অভিযুক্ত করে একটি মামলা দায়ের করেন। এই দুর্ঘটনার কারণ তদন্ত করতে সরকারিভাবে আলাদা কয়েকটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। ২৮ এপ্রিল এই ঘটনায় দায়ী ভবন মালিক সোহেল রানাকে বেনাপোল সীমান্ত থেকে ভারতে পালিয়ে যাওয়ার সময় র‍্যাব গ্রেফতার করে।

৩ বছর পেরিয়ে গেলেও নিখোঁজ শ্রমিক, আহত শ্রমিকদের চিকিৎসা, পুনঃকর্মসংস্থান, আর্থিক সহায়তা বা ক্ষতিপূরণ এবং আইনি প্রক্রিয়া এ ৫টি বিষয় এখনো নিষ্পত্তি হয়নি। রানা প্লাজা দুর্ঘটনার ৩ বছর পূর্তি উপলক্ষে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ'র (সিপিডি) এক গবেষণায় এ তথ্য উঠে এসেছে। এটি রানা প্লাজা দুর্ঘটনা নিয়ে সিপিডির পঞ্চম প্রতিবেদন। গতকাল শনিবার রাজধানীর ব্র্যাক ইন সেন্টারে 'অন রি-ইমার্জিং ফ্রম দ্য রানা প্লাজা ট্র্যাজেডি : অ্যান অ্যাকাউন্ট অন দ্য থার্ড অ্যানিভার্সারি' শীর্ষক সংলাপ অনুষ্ঠানে প্রতিবেদনটির তথ্য প্রকাশ করা হয়।

সিপিডির সম্মানিত ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যর সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন সিপিডির চেয়ারম্যান অধ্যাপক রেহমান সোবহান, শ্রম মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ইসরাফিল আলম, শ্রম ও কর্মসংস্থান সচিব মিকাইল সিপার, সিপিডির নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক মুস্তাফিজুর রহমান, ব্যারিস্টার সারাহ হোসেনসহ ইউএস, নেদারল্যান্ডস, ফ্রান্স, স্পেন, সুইডেন ও নরওয়ের রাষ্ট্রদূত, হেড অব ইউএন ওম্যান, ডেনমার্ক, আইএলও, অ্যাকর্ড, অ্যালায়েন্স প্রতিনিধি ও শ্রমিক নেতারা। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সিপিডির অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক ড. গোলাম মোয়াজ্জেম। মূল প্রবন্ধে তিনি বলেন, 'রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় নিখোঁজ শ্রমিকদের সংখ্যা কমেছে। তবে এখনো ৫৫ জন নিখোঁজ রয়েছেন। আহত শ্রমিকদের স্বাস্থ্যগত সমস্যার উন্নতি হয়েছে। তবে এখনো বড় অংশ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ঝুঁকিতে রয়েছেন। আহত শ্রমিকদের প্রায় ৮০ শতাংশ শারীরিক সমস্যায় রয়েছেন, ১৫ শতাংশ শ্রমিকের শরীরে ব্যথা রয়েছে এবং তাদের পক্ষে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়া কষ্টসাধ্য। ৪৮ শতাংশের পুরোপুরি কর্মসংস্থান হয়নি। পুনর্নিয়োগে হয়েছে মাত্র ২১ শতাংশের। রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পর ৩ হাজার ৬৩২টি কারখানা পরিদর্শন করা হয়েছে। কিন্তু এখনো ৯০৯টি কারখানা পরিদর্শনের বাইরে রয়েছে। সিপিডির চেয়ারম্যান রেহমান সোবহান বলেন, 'বিল্ডিং কোড না মেনে যারা কাঠামো তৈরি করছেন, তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনকে কঠোর হতে হবে। উৎপাদন ব্যবস্থাসহ কারখানার চারপাশের পরিবেশের নজরদারি ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। পাশাপাশি উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমিকদের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে হবে। সম্ভব হলে শ্রমিকদের মালিকানায় অংশীদারিত্ব করতে হবে। একই সাথে বৈশ্বিক অর্থনীতির ব্যবস্থায় গুরুত্ব দিয়ে পণ্যের মূল্য সমন্বয় করতে হবে। বর্তমানে বাংলাদেশের পোশাক কারখানা থেকে ৫ ডলারের কেনা একটি পণ্য ২৫ ডলারে বিক্রি হচ্ছে। এর মাঝের ২০ ডলার কোথায় যাচ্ছে তার সমাধান করতে হবে। তা না হলে রানা প্লাজার মতো দুর্ঘটনা বন্ধ হবে না।

THE BANGLADESH TODAY
Date:24-04-2016 Page: 01, Col 1-3 Size: 10 Col*Inc

Progress in RMG working environment slow: CPD

DHAKA : Centre for Policy Dialogue (CPD), a civil society think tank, on Saturday said there has been some sort of improvement in the country's RMG sector working environment after the Rana Plaza tragedy, but the progress is slow, reports UNB.

The CPD came up with its observation at a dialogue, titled 'Re-emerging from the Rana Plaza Tragedy: An Account on the Third Anniversary', at the city's Brac Centre Inn.

In his keynote presentation, CPD additional research director Dr Khondaker Golam Moazzem said a major challenge for improving the working environment in the RMG sector is the slow preparation of the market players and stakeholders.

He focused on remediation of RMG factories, freedom of association, changes in governance in the global apparel value chain and some of the unaddressed issues of Rana Plaza victims and their families.

Dr Moazzem said the victims are still worried about some issues-missing workers, medical treatment of the injured workers, re-employment and financial support (compensation).

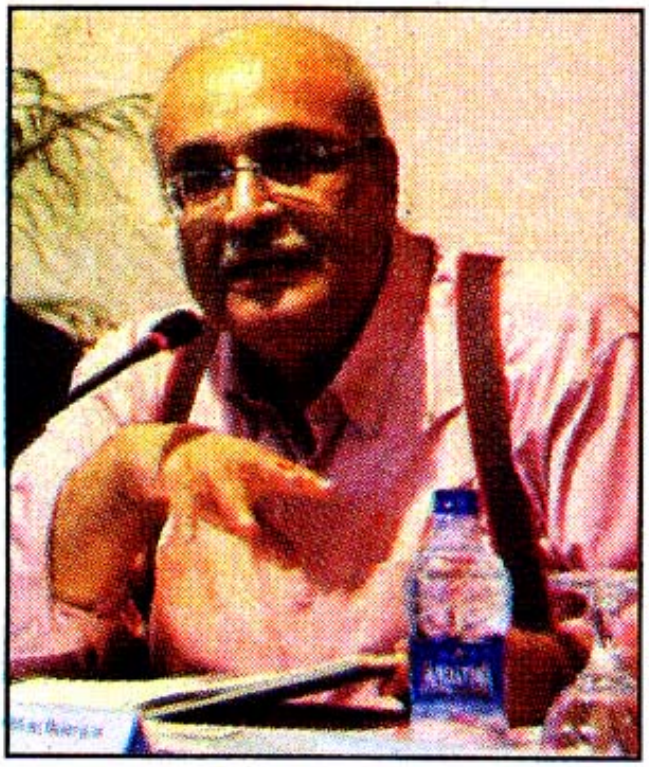

CPD Distinguished Fellow Dr Debapriya Bhattacharya, who moder-

Dr Debapriya Bhattacharya

ated the function, said a better coordinated and institutionalised approach needs to be taken by the government to expedite this development process so that the country can avoid incidents like the Rana Plaza one.

"It's a matter of regret that not a single case in connection with the Rana Plaza tragedy has been disposed of yet even after the three years

ভোরের ডাক
Date:24-04-2016 Page:01, Col:2-3. Size: 08 Col*Inc

রানা প্লাজার মতো ট্র্যাজেডি বন্ধ করতে সিপিডির ৩ পরামর্শ

অর্থনৈতিক রিপোর্টার : সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক রেহমান সোবহান বলেন, রানা প্লাজা ট্র্যাজেডি'র মত দুর্ঘটনা বন্ধ করতে হলে ৩টি বিষয়ের উপর আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে। এছাড়াও তৈরি পোশাক খাতে উৎপাদন ব্যবস্থা ও মালিকানায় শ্রমিকদের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

গতকাল শনিবার রাজধানীর মহাখালীতে ব্র্যাক-ইন সেন্টারে রানা প্লাজা ট্র্যাজেডির ৩ বছরের প্রেক্ষাপটে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) পঞ্চম প্রতিবেদন প্রকাশ ও রি-ইমার্জিং ফ্রম দ্যা রানা প্লাজা ট্র্যাজেডি : অ্যান অ্যাকাউন্ট অন দ্য থার্ড অ্যানিভার্সারি' শীর্ষক সংলাপে এ আহ্বান জানান তিনি।

তিনটি বিষয়ের কথ উল্লেখ করে অধ্যাপক রেহমান সোবহান বলেন, প্রথমত, উৎপাদন ব্যবস্থাসহ কারখানার চারপাশের পরিবেশের নজরদারী জোরদার করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সরকারের যে পর্যবেক্ষেণ দুর্বলতা আছে তা থেকে উত্তরণ ঘটাতে হবে। তা না হলে এ ধরনের দুর্ঘটনা বন্ধ হবে না।

দ্বিতীয়, উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমিকদের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে হবে। সম্ভব হলে শ্রমিকদের মালিকানায় অংশীদারিত্ব করতে হবে। তৃতীয়ত, বৈশ্বিক অর্থনীতির ব্যবস্থায় গুরুত্ব দিয়ে পণ্যের মূল্য *এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭*

রানা প্লাজার মতো ও

প্রথম পৃষ্ঠার পর : **সমন্বয় করতে হবে। বর্তমানে বাংলাদেশের পোশাক কারখানা থেকে ৫ ডলারের কেনা একটি পণ্য ২৫ ডলারে বিক্রি হচ্ছে। এর মাঝের ২০ ডলার যাচ্ছে কোথায়, তার সমাধান করতে হবে। তা না হলে এ ধরণের সমস্যা সমাধান হবে না।**

dailyobserver
Date:24-04-16 Page:01 Col:4 Size:26Col*Inc

3rd anniv of Rana Plaza tragedy today

At least 55 workers still missing

Banani Mallick

Today Bangladesh is commemorating the third anniversary of the Rana Plaza Tragedy in Savar. The anniversary comes at a time when at least 55 workers still remain missing and many difficulties plague the registration process of trade unions.

The April 24, 2013 collapse of Rana Plaza because of structural problems of the building cast a shadow on the garment factories and export trade of the country as 1,130 workers of a garment factory located in the building perished in the accident.

Various research reports suggest that still re-employment of Rana Plaza victims remains a concern although some progress

SEE PAGE 2 COL 1

3rd anniv of Rana Plaza tragedy

FROM PAGE 1

have been made.

A recent report conducted by ActionAid Bangladesh reveals that the number of the employed from among the survivors has increased (from 44 percent in 2015 to 51.8 percent in 2016).

About 78.8 percent of survivors interviewed (1,300) mentioned about a stable physical condition, the ActionAid report said.

Still a good number of victims are psychologically disturbed and not being able to undertake normal economic activity.

Another study jointly conducted by Centre for Policy Dialogue and ILO suggests that even after three years of the incident, still at least 55 victims of Rana Plaza collapse are missing and their families have not got support due to lack of proper identification of their missing members.

Health condition of the injured workers has improved, but a large section still in health related risks.

Among so many problems, the major one that dog the workers now is complex procedure of trade union registration.

This information came very recently at the meeting of ILO with the representatives of Expert Committee on Collective Bargaining.

At the meeting they shared that the garment workers require their factory ID and National ID cards for applying for the membership of the trade union and its registration.

When asked what kinds of steps will be taken for the victims who are still suffering from various health problems, Srinibash Raddy, ILO Country Director, said that the victims will be given a long- term treatment, and this support will be provided by BRAC.

He also noted that they have heard the allegations about the difficulties in registering trade unions.

Sharing his observation on trade union registration Raddy said that the trade union procedures should be simple rather than complex.

He also noted that if such negative perception on trade union exists it works as a barrier between employers and workers for dialogues.

The search for the dead ended on May 13, 2013 with a death toll of 1,130. Approximately 2,500 injured people were rescued from the building alive.

Shamima Nasrin, President of Swadhin Bangla Garments Sramik Karmochari Federation said that a significant number of RMG workers are afraid to apply for the membership of trade unions as they think in future it will cause many problems.

She also said that many workers are losing their jobs and facing so many harassments for continuing trade union activities.

Rana Plaza victims are concerned about some issue such as missing workers, treatment of the injured workers, re-employment, financial support and compensation.

Kalpana Akhter, Executive Director of Bangladesh Centre for Workers Solidarity, said that factory owners exert their influences on the way of getting the trade unions registered.

"The owners should change their mind set and laws should be reformed to change this existing problem," she said.

The ILO tripartite delegates paid a four-day field trip to Dhaka to review the present status of the RMG workers and leaders who are facing difficulties in registration of trade unions.

Legal matters concerning accidents made least progress during the last three years. Until now four writs have been filed for concerning victims' compensation, 41 persons have been charged for murder and 11 cases have been filed concerning violation of laws.

Focusing on this legal part Barrister Sarah Hossain noted that the building owners and the factory owners both are responsible, so they both should be brought to justice.

Mikail Shipar, Secretary of Labour and Employment Ministry, said that Rana Plaza tragedy was a wake- up call and a turning point for the country.

When asked what kind of steps government is taking, he said that so many steps have been taken to ensure safety measures of RMG factories, and till date, a total of 3,632 factories have been inspected.

dailyobserver
Date:24-04-16 Page:16 Col:1-4 Size:20Col*Inc

CPD lauds RMG safety measures, says needs more to do

Staff Correspondent

US Ambassador in Dhaka Marcia Bernicat on Saturday said workers should raise their voice to ensure their rights.

"They should have strong and powerful voice to achieve their rights and realise demands," she said this while addressing a dialogue on 'Re-emerging from the Rana Plaza Tragedy:' organized by Centre for Policy Dialogue (CPD) at BRAC Centre, commemorating the third anniversary of the biggest industrial disaster of the country.

She further said the RMG workers should produce high quality products so that their factories owners pay them high wages. She emphasized on dialogue between owners and workers for solving problems. The US diplomat said the United States has done everything it can to ensure Bangladesh workers are protected by strong occupational safety and health standards.

Rehman Sobhan, chairman of CPD, said institutional arrangements and policies have to be taken in account so that an incident like Rana Plaza never occurs again. A strong bond is established when owners consider workers as their partners," he said.

A joint CPD -ILO study report on Post-Rana Plaza Developments in Bangladesh: towards Building a Responsible Supply Chain in the Appeals Sector, presented by Dr Khondaker Golam Moazzem, Additional Research Director of CPD lauded the reforms in ensuring safety standard at garment factories in three years after the Rana Plaza disaster, more is needed to be done, he added.

Three years ago, on April 24, Rana Plaza, a multi-storied building came crashing down, taking with it the lives of at least 1,134 people - mostly garment workers - and injuring twice as many others.

Sharing about the victims' unaddressed issues he said victims are still concerned about missing workers, treatment of the injured workers, re-employment, financial support and compensation. About 55 victims of Rana Plaza were missing and their families did not get support due to lack of proper identification. Though the health condition of some injured workers has improved yet many others are reeling under trauma.

Under an independent monitoring initiative, CPD along with thirteen organizations and renowned personalities monitored the progress of post-Rana Plaza for the first two years.

Christian Hunter, a representative of UN women, asked the government to focus on incidents of sexual harassment in RMG sector. She also came up with an opinion that women's participation is very important in global value chain.

The Daily Star
Date:24-04-2016 Page 1, Col 2-3 Size:52 col*inc

CPD hails reform measures

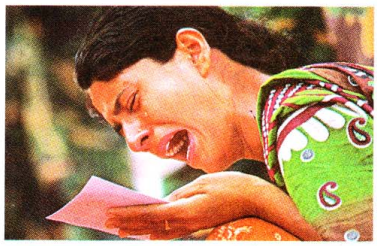

STAFF CORRESPONDENT

The Centre for Policy Dialogue (CPD) yesterday lauded the reforms made after the Rana Plaza disaster to ensure workers' safety at garment factories in Bangladesh but said more needed to be done.

Foreign diplomats, international development partners and local rights groups also praised the development in the sector after the world's worst industrial disaster that hit the country in 2013.

On this day that year, Rana Plaza, a multi-storey building came crashing down in Savar on the outskirts of the capital, taking with it the lives of at least 1,134 people -- mostly garment workers -- and injuring

SEE PAGE 2,COL 1
FACTORY WORKERS DESERVE BETTER PROTECTION -- PAGE 4

CPD hails reform measures

FROM PAGE 1

several hundred others.

"Rana Plaza was a symbol of poor compliance. Now it has emerged as a symbol of the efforts towards better compliance," KG Moazzem, additional research director of the CPD, said at a dialogue in the capital yesterday.

The private think-tank jointly organised the dialogue titled -- Post Rana Plaza Developments in Bangladesh: Towards Building a Responsible Supply Chain in the Apparel Sector -- at the Brac Centre Inn with the ILO.

At the programme, the CPD released its third report, prepared in association with 13 organisations and renowned personalities, on the disaster.

The report appreciated the financial support provided to the disaster victims by different quarters, including government agencies, donors and international buyers of Bangladeshi readymade garment products.

It said factory inspections have gradually been intensified and many new factory inspectors have been recruited.

"But a large number of building safety problems remains which is a big concern," said the think-tank, adding that the process of registration of new trade unions was also slow.

At yesterday's dialogue, Srinivas B Reddy, country director of the International Labour Organisation (ILO), claimed that the garment sector was a safer place for around four million workers.

"The immediate priority recognised in the aftermath of Rana Plaza for all export-oriented RMG factories was to undergo structural, fire and electrical safety inspections. This has been completed."

He said the inspections required a huge effort involving a wide range of stakeholders to harmonise inspection standards and to establish follow up procedures.

"All of this work helps create a far firmer foundation upon which future actions to ensure safety in the Bangladesh garment sector and beyond can be based.

"This is a major achievement. However, the RMG factories can only be considered safe once each and every one has carried out the process of remediation to fix faults identified by the inspections."

Also, there remains a widespread distrust of trade unions. Such negative perceptions pose barriers to the formation of new unions and for existing labour unions to operate effectively.

The trade union registration process should be a formality, carried out in accordance with objective and transparent criteria, he said.

Rehman Sobhan, chairman of the CPD, said although three years have passed after the Rana Plaza incident, it was still a part of "public and global consciousness".

"I am happy to say that the government and industries have engaged in continuous efforts to take corrective actions."

He also called for putting in place institutions and policies to stop the recurrence of incidents like the Rana Plaza tragedy.

The tragedy unmasks the weakness and oversight in supervision of the factories the building housed. "It has to be ensured that those responsible for the oversight and supervision [of factories] are doing their job."

Rehman said there were severe equity distortions in the global value chain. For example, garments that are purchased from Bangladesh at $5 a piece are marketed at Wal-Mart for $25.

"Unless we have a satisfactory accounting of the determinants of the appropriation of the $20 which is swallowed up by the value chain, this is going to be a recurring and permanent problem for all those countries that are wishing to make their economic livelihood on the basis of being globally competitive in the export market."

Labour Secretary Mikail Shipar said the Rana Plaza tragedy was a wake-up call for all stakeholders, and that the government took a number of steps afterwards.

He said a fund would be set up within a very short time where 0.03 percent of the exports earnings would be reserved for the welfare of all workers, including those in the garment sector.

With the help of brands and buyers and under the leadership of the ILO, a global trust fund has already been formed to provide the Rana Plaza victims with compensations.

More than $19 million has been raised for the fund. Until the first week of this month, $18 million was disbursed among 3,000 beneficiaries, according to the labour secretary.

Besides, the government provided all sorts of medical facilities at its own expense to more than 1,000 injured people. With the assistance of Thailand, 107 amputees also received artificial limbs.

A total amount of Tk 231 crore has already been distributed among the victims by stakeholders, including the government, garment employers and international brands and buyers.

The Netherlands Ambassador to Bangladesh Leoni Margaretha Cuelenaere said the government, the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), the ILO, the Accord and the Alliance (formed in response to Rana Plaza disaster), have done a fantastic job.

The Accord is a platform of 200 Europe-based retailers while Alliance is a platform of 28 North American retailers.

"Still we have a lot to do. We are not there yet. Even though there is a lot of progress, the progress is not reflected yet in the image of Bangladesh's garment sector abroad."

Johan Frisell, ambassador of Sweden, said customers were driving the change, and the Accord and the Alliance were the expression of the brands wanting to comply with the expectation of their customers.

BGMEA Senior Vice-President Faruque Hassan said the association has zero tolerance towards workers' safety violation at factories and supports the work of the Accord. "But more needs to be done."

Marcia Stephens Bernicat, US ambassador to Bangladesh, said the international community would like to see the Bangladesh government and the industry regulating themselves.

"But it is really a good day to think in terms of how huge the scope of the undertaking has been and remained."

Ruling party lawmaker Israfil Alam called for a quick trial and punishment of those responsible for the Rana Plaza tragedy.

CPD Distinguished Fellow Debapriya Bhattacharya, who moderated the dialogue, said the legacy of Rana Plaza would be to create a safe workplace which would help Bangladesh build modern industries in future.

daily sun
TRUE & IMPARTIAL
Date:24-04-2016 Page:02, Col:2-4 Size:33 Col*Inc

CPD sees slow progress in improving RMG working condition

STAFF CORRESPONDENT

Although some improvement in the working environment of the country's RMG sector has been visible following the Rana Plaza tragedy, the progress was slow, Centre for Policy Dialogue (CPD) observed on Saturday.

A major challenge for improving the working environment in the RMG sector is the slow preparation of the market players and stakeholders, identified the civil society think tank.

The CPD came up with the observation at a dialogue, titled 'Re-emerging from the Rana Plaza Tragedy: An Account on the Third Anniversary', held at Brac Centre Inn in the city.

To increase the pace of this development process a more coordinated and institutionalised approach by the government is needed so that the country can avoid incidents like Rana Plaza, it also suggested.

CPD additional research director Dr Khondaker Golam Moazzem presented the keynote paper on CPD-ILO study styled: "Post-Rana Plaza Developments in Bangladesh: Towards Building a Responsible Supply Chain in the Apparels Sector."

He focused on remediation of RMG factories, freedom of association, strengthening the organisations; changes in governance in the global apparel value chain and some of the unaddressed issues of Rana Plaza victims and their families.

He also outlined some challenges of institutionalising the development efforts and provided suggestions for developing responsible supply chain.

Dr Moazzem said the victims are still worried about some issues—missing workers, medical treatment of the injured workers, re-employment and financial support.

Noting that some 55 workers are still missing, he said their families did not get support for lack of proper identification of their missing members.

"It's a matter of regret that not a single case in connection with the Rana Plaza tragedy has been disposed of yet even after three years of the incident," said Dr Debapriya. As part of improving workplace condition, 3,632 RMG factories have so far been inspected in the country, but another 900 are yet to be inspected, he added.

Page 15 Col 2

CPD sees slow progress in improving RMG

From Page 2

He said changing the mindset of some stakeholders is essential to contextualise the ongoing initiatives beyond 'Rana Plaza' issue, otherwise these move would turn to be 'one shot' event.

Financing the remediation is a major problem, said Dr Debapriya, adding that entrepreneurs suggest that on average, Tk 2.5 crore is needed for each to complete the remediation measures. Entrepreneurs feel there is a need for more sources of low cost financing in this regard, he added.

Presided over by CPD Chairman Prof Rehman Sobhan, speakers at the dialogue, among others, were Md Israfil Alam MP, Labour and Employment Secretary Mikail Shipar, BGMEA Senior Vice President Faruque Hassan, Country Director of ILO Country Office for Bangladesh Srinivas B Reddy and US Ambassador to Bangladesh Marcia Stephens Bloom Bernicat.

Rehman Sobhan said three issues should be addressed to avoid the recurrence of tragedy like Rana Plaza in the country.

The issues are removal of weakness in governance process, giving institutional recognition to RMG workers and addressing the global market dynamics that demand garment exporters keep their cost down, which has created pressure on them, he added.

The Labour Secretary said challenges in the remediation process are improving the environment of shared and rented factory buildings, ensuring sufficient technical assistance, financing the remediation process and monitoring the process continuously.

The government increased the manpower of the Department of Inspection for Factories and Establishments (DIFE) from 314 to 993 after the Rana Plaza collapse, he said.

Mikail Shipar said structural, fire and electricity related assessment of 3746 factories have been completed by the time.

The US Ambassador said there are many good RMG factories in Bangladesh, but people will only talk about those which had an accident; not about the good ones.

So, any single unsafe factory is a threat to the overall RMG industry of Bangladesh, she said, adding that productivity of the local apparel industry will increase if the RMG sector's overall quality improves.

Among other suggestions made by the CPD are upgrading the Department of Labour into a directorate, and making the agency supportive to handle workers' concerns, introducing employment insurance scheme through a separate law and developing an institutional mechanism for long-term medical treatment for the injured workers.

CPD Executive Director Prof Mustafizur Rahman, French Ambassador Sophie AUBERT, Dutch Ambassador Leoni Margaretha Cuelenaere, Swedish Ambassador Johan Frisell, Spanish Ambassador Luis Tejada Chacón, noted human rights activist Dr Hameeda Hossain, and Barrister Sara Hossain also spoke on the occasion.

Garment worker leaders and development practitioners, among others, attended the dialogue.

theindependent
Date: 24-04-2016 Page: 01, Col: 1-4 Size: 44 Col*Inc

An elderly man weeps at Jurain graveyard in the capital yesterday as he shows a leaflet bearing the pictures of three of his family members, who are among the victims of the Rana Plaza tragedy at Savar. PHOTO: NABIULLA NABI

DEVELOPING WORKING ENVIRONMENT

Slow progress in RMG units: CPD

Centre for Policy Dialogue (CPD), a civil society think tank, yesterday said there has been some sort of improvement in the country's RMG sector working environment after the Rana Plaza tragedy, but the progress is slow, reports UNB.

The CPD came up with its observation at a dialogue, titled 'Re-emerging from the Rana Plaza Tragedy: An Account on the Third Anniversary', at the city's Brac Centre Inn.

In his keynote presentation, CPD additional research director Dr Khondaker Golam Moazzem said a major challenge for improving the working environment in the RMG sector is the slow preparation of the market players and stakeholders.

He focused on remediation of RMG factories, freedom of association, changes in governance in the global apparel value chain and some of the unaddressed issues of Rana Plaza victims and their families.

Dr Moazzem said the victims are still worried about some issues -- missing workers, medical treatment of the injured workers, re-employment and financial support (compensation).

Noting that some 55 workers are still missing, he said their families did not get support for lack of proper

SEE PAGE 2 COL 7

Slow progress in RMG units: CPD

FROM PAGE 1 COL 4

identification of their missing members.

CPD Distinguished Fellow Dr Debapriya Bhattacharya, who moderated thefunction, said a better coordinated and institutionalised approach needs to be taken by the government to expedite this development process so that the country can avoid incidents like the Rana Plaza one.

"It's a matter of regret that not a single case in connection with the Rana Plaza tragedy has been disposed of yet even after the three years of the incident," he said. As part of improving workplace condition, 3,632 RMG factories have so far been inspected in the country, but another 900 are yet to be inspected, he added. He said changing the mindset of some stakeholders is essential to contextualise the ongoing initiatives beyond 'Rana Plaza' issue, otherwise these move would turn to be 'one shot' event.

Financing the remediation is a major problem, said Dr Debapriya adding that entrepreneurs suggest that one average Tk 2.5 crore is needed for each to complete the remediation measures. Entrepreneurs feel there is a need for more sources of low cost financing in this regard, he added.

Presided over by CPD Chairman Prof Rehman Sobhan, the dialogue was addressed, among others, by Md Israfil Alam MP, Labour and Employment Secretary Mikail Shipar, BGMEA Senior Vice President Faruque Hassan, Country Director of ILO Country Office for Bangladesh Srinivas B Reddy.

Rehman Sobhan said three issues should be addressed to avoid the recurrence of tragedy like Rana Plaza in the country.

The issues are removal of weakness in governance process, giving institutional recognition to RMG workers and addressing the global market dynamics that demand garment exporters keep their cost down, which has created pressure on them, he added.

The Labour Secretary said challenges in the remediation process are improving the environment of shared and rented factory buildings, ensuring sufficient technical assistance, financing the remediation process and monitoring the process continuously.

The government increased the manpower of the Department of Inspection for Factories and Establishments (DIFE) from 314 to 903 after the Rana Plaza collapse, he said. Mikail Shipar said structural, fire and electricity related assessment of 3746 factories have been completed by the time.

ইনকিলাব
Date24-04-2016 Page: 03 Col: 1-4 Size: 24 Col*Inc

রানা প্লাজা ট্র্যাজেডি'র ৩ বছর

শারীরিক সমস্যা নিয়ে কর্মহীন হয়ে আছেন আহতরা

অর্থনৈতিক রিপোর্টার : রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় আহত শ্রমিকদের স্বাস্থ্যগত সমস্যার উন্নতি হয়েছে। তবে এখনো বড় অংশ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ঝুঁকিতে রয়েছেন। আহত শ্রমিকদের প্রায় ৮০ শতাংশ শারীরিক সমস্যায় রয়েছেন, ১৫ শতাংশ শ্রমিকের শরীরে ব্যথা রয়েছে এবং তাদের পক্ষে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়া কষ্টসাধ্য। ৪৮ শতাংশের পুরোপুরি কর্মসংস্থান হয়নি। পুনঃনিয়োগে হয়েছে মাত্র ২১ শতাংশের।

গতকাল শনিবার রানা প্লাজা দুর্ঘটনার ৩ বছরপূর্তি উপলক্ষে রাজধানীর ব্র্যাক সেন্টারে 'অন রি-ইমার্জিং ফ্রম দ্য রানা প্লাজা ট্র্যাজেডি : অ্যান অ্যাকাউন্ট অন দ্য থার্ড অ্যানিভার্সারি' শীর্ষক সংলাপ অনুষ্ঠানে এক প্রতিবেদনে এই তথ্য প্রকাশ করা হয়। এই সংলাপের আয়োজন করে বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) যৌথ উদ্যোগে। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সিপিডির অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক ড. গোলাম মোয়াজ্জেম।

সিপিডির ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য'র সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন সিপিডির চেয়ারম্যান প্রফেসর রেহমান সোবহান, শ্রম মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ইসরাফিল আলম, শ্রম ও কর্মসংস্থান সচিব মিকাইল সিপার, সিপিডির নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক মুস্তাফিজুর রহমান, ব্যারিস্টার সারাহ হোসেনসহ ইউএস, নেদারল্যান্ডস, ফ্রান্স, স্পেন, সুইডেন ও নরওয়ের রাষ্ট্রদূত, হেড অব ইউএন ওম্যান, ডেনমার্ক, আইএলও, অ্যাকর্ড, অ্যালায়েন্স প্রতিনিধি ও শ্রমিক নেতারা।

মূল প্রবন্ধে ড. গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, দেশের গার্মেন্টস খাতের ইতিহাসের সব থেকে বড় দুর্ঘটনা রানা প্লাজা ট্রাজেডির পর একে একে ৩টি বছর পেরিয়ে গেলেও নিখোঁজ শ্রমিক, আহত শ্রমিকদের চিকিৎসা, পুনঃকর্মসংস্থান, আর্থিক সহায়তা বা ক্ষতিপূরণ এবং আইনি প্রক্রিয়া এ ৫টি বিষয় এখনো নিষ্পত্তি হয়নি।

সিপিডির চেয়ারম্যান রেহমান সোবহান বলেন, বিল্ডিং কোড না মেনে যারা কাঠামো তৈরি করছেন, তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনকে কঠোর হতে হবে। উৎপাদন ব্যবস্থাসহ কারখানার চারপাশের পরিবেশের নজরদারি ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। পাশাপাশি উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমিকদের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে হবে। সম্ভব হলে শ্রমিকদের মালিকানায় অংশীদারিত্ব করতে হবে। ব্যবস্থায় গুরুত্ব দিয়ে পণ্যের মূল্য সমন্বয় করতে হবে। বর্তমানে বাংলাদেশের পোশাক কারখানা থেকে ৫ ডলারের কেনা একটি পণ্য ২৫ ডলারে বিক্রি হচ্ছে। এর মাঝের ২০ ডলার কোথায় যাচ্ছে তার সমাধান করতে হবে। তা না হলে রানা প্লাজার মতো দুর্ঘটনা বন্ধ হবে না।

সিপিডির সম্মানিত ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, রানা প্লাজার ঘটনাকে মনে রেখে আগামীতে একটি সুন্দর শিল্প পরিবেশ গড়ে তুলতে সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। আর রানা প্লাজার সব ধরনের শ্রমিকদের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয়কে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, নিখোঁজ শ্রমিক, আহত শ্রমিকদের চিকিৎসা, পুনকর্মসংস্থান, আর্থিক সহায়তা এবং প্রাতিষ্ঠানিকিকরণের প্রতি আমাদের জোর দিতে হবে।

সস্তা শ্রম নয় শ্রমিকদের নৈপুণ্যেই বাংলাদেশের পোশাকশিল্প টিকে আছে এমন মন্তব্য করে মার্কিন রাষ্ট্রদূত মার্সিয়া বার্নিকাট বলেন, শ্রমিকদের নৈপুণ্যের কারণে বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তা পেয়েছে বাংলাদেশি পোশাক। আর এর উপর ভিত্তি করেই তৈরি পোশাক খাত বিস্তার লাভ করেছে। যে কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘ সময় ধরে বাংলাদেশের সঙ্গে আছে এবং ভবিষ্যতেও বাংলাদেশের পোশাকখাতের সঙ্গে থাকবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

কারখানা পরিদর্শনে আসা ক্রেতাদের দুটি সংগঠন অ্যাকোর্ড এবং অ্যালায়েন্স বাংলাদেশে কতদিন তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করবে এমন তর্কের নিজ দেশের অবস্থান তুলে ধরে তিনি বলেন, অ্যাকোর্ড, অ্যালায়েন্সের অবদান প্রথম দিকে বোঝা না গেলেও এখন এটার ফল পাওয়া যাচ্ছে। কারণ তারা গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাজ করেছে।

নেদারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত লিওনি মার্গারেথ বলেন, পৃথিবীর সব থেকে আদর্শিক ও ভালো কারখানাগুলোর বেশ কয়েকটি বাংলাদেশে অবস্থিত। তবে বিশ্বব্যাপী এটির খুব একটা প্রচারণা নেই। রানা প্লাজার দুর্ঘটনার পর সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে।

সংলাপে ইন্ডাস্ট্রিয়াল বাংলাদেশ কাউন্সিলের মহাসচিব বাবুল আক্তার বলেন, বাংলাদেশের আইনে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণের পরিমাণ খুবই কম। তারপরও বিভিন্ন উৎস থেকে শ্রমিকরা সাহায্য পেয়েছেন, তা কিন্তু ক্ষতিপূরণ না। যার বা যাদের কাছ থেকে আইনগতভাবে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার কথা, তাদের কাছ থেকে শ্রমিকরা ক্ষতিপূরণ পাননি। সরকার তাদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করে শ্রমিকদের দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, তারা (নিহত শ্রমিক) বেঁচে গেছেন। আর যারা আহত হয়েছেন, তাদের প্রতিদিনই যন্ত্রণার মধ্যে থাকতে হয়। আহতদের চিকিৎসা নেওয়ার জন্য প্রতিদিনই ছোটাছুটি করতে হয়। এর ফলে অন্য পেশায়ও যাওয়ার সুযোগ হয় না। সরকারের উচিত, যারা আহত হয়েছেন তাদের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

সংলাপে অংশ নেয়া শ্রমিক নেতারা বরাবরের মতো পোশাকখাতে ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার দাবি জানিয়ে বলেন, দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের এ যাবতকালে যতটা অর্থ সহযোগিতা দেয়া হয়েছে তার পুরোটাই কোনো না কোনো ক্রেতা গোষ্ঠী বা সংস্থার অনুদান বা সাহায্য। প্রকৃত অর্থে যাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা এখন পর্যন্ত তাদের কাছ থেকে কোন ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায়নি।

কার কাছ থেকে কীভাবে ক্ষতিপূরণ আদায় করা হবে তার একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা চান শ্রমিক নেতারা। একইসঙ্গে রানা প্লাজাসহ গার্মেন্টসখাতে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনায় আহতদের সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত সুচিকিৎসা ও যারা সুস্থ হয়ে উঠেছে তাদের কর্মসংস্থানের দাবি জানান তারা।

ইনকিলাব
Date24-04-2016 Page: 16 Col: 3-5 Size: 21.5 Col*Inc

সিপিডি ও ব্র্যাকের আলোচনাসভায় বার্নিকাট

এ দেশে ভালো পোশাক কারখানা আছে যুক্তরাষ্ট্র সাথে থাকবে

কূটনৈতিক সংবাদদাতা

বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মার্শা স্টিফেন ব্লুম বার্নিকাট বলেছেন, সস্তা শ্রম নয়, শ্রমিকদের কাজের নৈপুণ্যে যে পোশাক তৈরি হচ্ছে, বিশ্বব্যাপী সেটার জনপ্রিয়তার কারণেই তৈরি পোশাক খাতের বিস্তার হয়েছে। যে কারণে যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘ সময় বাংলাদেশের সঙ্গে আছে এবং থাকবে। গতকাল শনিবার 'রানা প্লাজা দিবস' উপলক্ষে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) আয়োজিত 'রি ইমার্জিং ফ্রম রানা প্লাজা ট্র্যাজেডি : অ্যান অ্যাকাউন্ট অন দ্য থার্ড এনিভারসারি' শীর্ষক এক সংলাপে মার্কিন রাষ্ট্রদূত মার্শা বার্নিকাট এ কথা বলেন। মহাখালীর ব্র্যাক সেন্টার ইনে এ সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। রানা প্লাজা ট্র্যাজেডির তিনবছরের প্রেক্ষাপটে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল সকালে ধসে পড়ে সাভারের রানা প্লাজা; সেখানে পাঁচটি পোশাক কারখানা ছিল। এতে অন্তত ১ হাজার ১৩৫ জন নিহত হন। এ ঘটনাটি সারা বিশ্বে ভবন ধসে সবচেয়ে বড় প্রাণহানির ঘটনা।

কারখানা পরিদর্শনে আসা ক্রেতাদের দুটি সংগঠন অ্যাকোর্ড এবং অ্যালায়েন্স বাংলাদেশে কতদিন তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করবে এমন তর্কে নিজ দেশের অবস্থান তুলে ধরে বার্নিকাট বলেন, অ্যাকোর্ড, অ্যালায়েন্সের অবদান প্রথম দিকে বোঝা না গেলেও, এখন এটার ফল পাওয়া যাচ্ছে। কারণ, তারা গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাজ করেছে।

রানা প্লাজা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, রানা প্লাজার মতো একটি খারাপ ঘটনা পুরো খাতকে কলঙ্কিত করে। কিন্তু এর পরও তো অনেক ভালো কারখানা রয়েছে। ভালো পোশাক কারখানার কথা বলবে না। পৃঃ ১৫ কঃ ১

এ দেশে ভালো পোশাক ১৬-এর পৃষ্ঠার পর

তাই অনিরাপদ একটি পোশাক কারখানাও দেশের পোশাক খাতের জন্য ঝুঁকি।

বার্নিকাট বলেন, পোশাক কারখানার সার্বিক মান নিশ্চিত করলে উৎপাদনশীলতা বাড়ে। এটা ব্যবসায়িক দিক দিয়েও লাভজনক এবং তা পরিসংখ্যানগতভাবে প্রমাণিত। বাংলাদেশের পোশাক খাতের উন্নয়নে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের পাশে থাকবে বলে উল্লেখ করে মার্কিন রাষ্ট্রদূত বলেন, কারখানা সংস্কার ও কর্মপরিবেশের উন্নয়নে বাংলাদেশ নেতৃত্ব পর্যায়ে আছে। আশা করি, বাংলাদেশ এটা ধরে রাখতে পারবে এবং প্রতিযোগিতায় সক্ষম থাকবে। নেদারল্যান্ডসের রাষ্ট্রদূত লিওনি মার্গারেথ বলেন, পৃথিবীর সবচেয়ে আদর্শিক ও ভালো কারখানাগুলোর বেশ কয়েকটি বাংলাদেশে অবস্থিত। তবে বিশ্বব্যাপী এটির খুব একটা প্রচারণা নেই। রানা প্লাজার দুর্ঘটনার পর সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। রানা প্লাজার উপর তৈরি করা পঞ্চম গবেষণা প্রতিবেদনে সিপিডি'র অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক খোন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পর ৩ হাজার ৬৩২টি কারখানা পরিদর্শন করা হয়েছে। তবে এখনো একটি বড় অংশ পরিদর্শনের বাইরে রয়েছে। এর সংখ্যা ৯০৯টি। সিপিডির ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, গত তিন বছরে হালনাগাদ তথ্য নিয়ে এবারের প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। প্রতিবেদনে ৫টি বিষয়কে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। নিখোঁজ শ্রমিক, আহত শ্রমিকদের চিকিৎসা, পুনকর্মসংস্থান, আইনি পরিস্থিতি ও আর্থিক সহায়তার বিষয় তুলে ধরা হয়েছে।

সিপিডি চেয়ারম্যান অধ্যাপক রেহমান সোবহান প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সিপিডি ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের সঞ্চালনায় এতে আরো উপস্থিত ছিলেন- সিপিডি'র নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক মুস্তাফিজুর রহমান, অ্যাডিশনাল রিসার্চ ডিরেক্টর ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম, ব্যারিস্টার সারাহ হোসেন, সংসদ সদস্য ইসরাফিল আলমসহ শ্রমিক নেতারা। এছাড়াও আলোচনায় অংশ নেন নেদারল্যান্ডস, ফ্রান্স, স্পেন, সুইডেন, নরওয়ের রাষ্ট্রদূতসহ আইএলও, অ্যাকর্ড, অ্যালায়েন্স প্রতিনিধিরা। এর আগে রাজধানীর গুলশানে স্পেকট্রা কনভেনশন সেন্টারে ব্র্যাকের আয়োজনে 'ধ্বংসস্তূপ থেকে জীবনের পথে' শীর্ষক এক অনুষ্ঠানে মার্শা বার্নিকাট বলেন, রানা প্লাজা ধসের ঘটনায় বেঁচে যাওয়া ও আহত শ্রমিকদের আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে যুক্তরাষ্ট্র সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে। বাংলাদেশের শ্রমিকদের পেশাগত ও স্বাস্থ্যগত সুরক্ষায় যুক্তরাষ্ট্র চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের পোশাক কারখানার অগ্নি ও ভবননিরাপত্তার জন্য আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থাকে ১৫ লাখ ডলার দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া শ্রমিকদের অগ্নি ও ভবন নিরাপত্তা-বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য সলিডারিটি সেন্টারকে ১০ লাখ ডলার দেয়া হয়েছে। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শ্রমিকেরা অগ্নিনিরাপত্তা ও ঝুঁকিপূর্ণ ভবন সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

তিনি শ্রমিকদের জোরালো মত প্রকাশের সুযোগ থাকা অত্যন্ত জরুরি বলে মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, 'যেখানে তারা বলতে পারবে, আমরা এমন ফেটে যাওয়া ভবনে কাজ করবো না'। তাই আমরা শ্রমিকদের উন্নয়নের কর্মসূচি সমর্থন করি এবং সেই মতামতকে শক্তিশালী করতে সরকার, আইএলও, ব্যক্তিগত খাত ও অন্যান্য মিশনের সঙ্গে আছি। এ সময় রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় সমবেদনা জানিয়ে তিনি বলেন, কর্মস্থলের দুর্ঘটনা কমানো সম্ভব হলেও বন্ধ করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে আহতদের আমরা কিভাবে সাহায্য করবো সেটা গুরুত্বপূর্ণ। ব্র্যাকের আয়োজনে এ আলোচনা সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন- ব্রাকের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক পরিচালক গহর নাইম ওয়ারা, রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির ব্যবস্থাপনার বোর্ডের যুব প্রতিনিধি রেজওয়ান নবীন প্রমুখ। সভায় দুর্ঘটনায় বেঁচে যাওয়া শ্রমিকদের জীবন যুদ্ধ ও শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতা নিয়ে একটি প্রকাশনা উদ্বোধন করা হয়। এছাড়া এসব শ্রমিকের সাফল্য ও প্রয়োজন ভিত্তিক একটি আলোকচিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় এ সভায়।

দৈনিক ইত্তেফাক
Date:24-04-2016 Page: 01, Col 05 Size: 14 Col*Inc

গার্মেন্টস খাতে নিরাপত্তা ইস্যু ও শ্রমিক অধিকারে দৃশ্যমান অগ্রগতি

■ রিয়াদ হোসেন

রানা প্লাজা ধসের তিন বছরে দেশের গার্মেন্টস খাতে নিরাপত্তা ইস্যু ও শ্রমিকদের অধিকারে একটা দৃশ্যমান অগ্রগতি হয়েছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। ইউরোপ ও আমেরিকার উদ্যোগে চলমান সংস্কার কার্যক্রমের ইতিমধ্যে অর্ধেক পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৩

গার্মেন্টস খাতে নিরাপত্তা ইস্যু

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সম্পন্ন হয়েছে। শ্রম আইনের সংশোধন করে ট্রেড ইউনিয়ন করার ব্যাপারে দেয়া হয়েছে আইনি ভিত্তি।

বিদেশি ক্রেতারাও এ অগ্রগতিকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তবে তারা এও বলেছেন, এটি অব্যাহত রাখতে হবে। এ খাতের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে শ্রম অধিকার রক্ষাসহ বেশকিছু কাজে আরো অগ্রগতির প্রয়োজন রয়েছে।

অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্সের উদ্যোগে বড় ব্র্যান্ডগুলোর নেতৃত্বে গত তিন বছর ধরে কারখানার অগ্নি ও বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা এবং ভবনের কাঠামোর বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। ত্রুটি চিহ্নিত করে চলছে সংস্কার কাজ। রপ্তানিমুখী সব কারখানাকে একই মানদণ্ডে সংস্কারের লক্ষ্যে সরকার ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থাও (আইএলও) সমন্বিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্সের সংস্কারের আওতায় থাকা কারখানাগুলো ইতিমধ্যে প্রায় অর্ধেক সংস্কার সম্পন্ন করেছে। সরকারি উদ্যোগে চলমান সংস্কার কাজও শুরু হয়েছে। সরকার ২০০৬ সালের শ্রম আইনে সংশোধন আনে। গত বছরের অক্টোবরে শ্রম আইনের বিধি প্রকাশ করা হয়। ফলে বেড়েছে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা। কারখানা মালিকের মুনাফায় শ্রমিকের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, শ্রমিকদের সম্পর্কে কারখানা মালিকের মনোভাবের পরিবর্তন হয়েছে।

গত তিন বছরে এ অগ্রগতির ইতিবাচক ফলও মিলতে শুরু করেছে। তৈরি পোশাক রপ্তানি বাড়ছে ধারাবাহিকভাবে। চলতি অর্থবছরের গত নয় মাসে (জুলাই-মার্চ) পোশাক খাতের রপ্তানি আয় লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি হয়েছে ২ দশমিক ৫০ শতাংশ। আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় বেড়েছে ১০ শতাংশ। আগামী মাসগুলোতেও এটি অব্যাহত থাকবে বলে পোশাক রপ্তানিকারকরা আশা করছেন।

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) অতিরিক্ত নির্বাহী পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম ইত্তেফাককে বলেন, রানা প্লাজা ট্র্যাজেডির পর শ্রমিকদের নিরাপত্তায় গত তিন বছরের অগ্রগতি সন্তোষজনক। সবচেয়ে বড় অগ্রগতির জায়গা হলো, মালিকপক্ষের মনোভাবের পরিবর্তন। এটি অব্যাহত রাখতে হবে। তবে পুরো খাতকে টেকসই করতে হলে, রপ্তানির সঙ্গে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে জড়িত সব কারখানা সংস্কার নিশ্চিত করতে হবে।

তবে অনেক অর্জনের মধ্যেও ট্রেড ইউনিয়ন ইস্যুতে অগ্রগতি কিংবা সরকারের উদ্যোগ নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে প্রশ্ন রয়েছে। এ নিয়ে দেশেও চলছে বিতর্ক। শ্রমিকরা অভিযোগ করছেন, ঠুনকো কারণে ট্রেড ইউনিয়নের নিবন্ধন দেয়া হচ্ছে না। শ্রমিক নেতা সিরাজুল ইসলাম রনি বলেন, ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনে এখনো শ্রমিকরা বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন। এ ইস্যুতে নজর দেয়া দরকার। তবে তিনি গত তিন বছরে পোশাক খাতের শ্রম অধিকার ও নিরাপত্তা ইস্যুতে অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

এদিকে রানা প্লাজা ধসের ঘটনায় গতকাল বিক্ষোভ সমাবেশ, মানববন্ধন ও সভা-সেমিনারের আয়োজন করে। এসব অনুষ্ঠানে এ ঘটনায় দায়ীদের দ্রুত বিচার নিশ্চিত করা, আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেয়ার লক্ষ্যে আইনি ভিত্তি তৈরি করা, নিখোঁজ শ্রমিকদের পাশাপাশি যাদের লাশ শনাক্ত হয়নি তাদের স্বজনদের দ্রুত অন্যদের ন্যায় ক্ষতিপূরণ দেয়ার দাবি জানানো হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক
Date:24-04-2016 Page: 18, Col 6-8 Size: 33 Col*Inc

রানা প্লাজা ধসের তিন বছর উলপক্ষে সিপিডির সংলাপে বক্তারা -ইত্তেফাক

আহত শ্রমিকদের দীর্ঘমেয়াদী সহায়তা প্রয়োজন

রানা প্লাজা ধসের তিন বছর উলপক্ষে সিপিডির সংলাপ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

তিন বছর আগে ঘটে যাওয়া রানা প্লাজা ট্রাজেডির পর এখনও নিখোঁজ রয়েছে ৫৫ জন শ্রমিক। আর্থিক সহায়তা পেলেও ক্ষতিপূরণের সংজ্ঞা নিয়ে জটিলতা কাটেনি। আহত শ্রমিকদের শারীরিক অবস্থার উন্নতি হলেও অনেকেরই দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা প্রয়োজন। অনেকেই ফিরতে পারেনি স্বাভাবিক জীবনে। দুর্ঘটনার পর গত তিন বছরে তৈরি পোশাক শিল্পের নিরাপত্তার উন্নয়নে অনেক অগ্রগতি হয়েছে, কিন্তু অনেক কারখানাই নিরাপত্তা পরিদর্শনের বাইরে রয়ে গেছে। রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় বেঁচে যাওয়া শ্রমিকদের দীর্ঘমেয়াদী সহায়তা প্রয়োজন। গতকাল রাজধানীর ব্র্যাক সেন্টারে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) আয়োজিত সংলাপে বক্তারা এ কথা বলেন। রানা প্লাজা ট্রাজেডির তিন বছর পূর্তী উপলক্ষে এ সংলাপের আয়োজন করা হয়।

সিপিডি ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের সঞ্চালনায়, সিপিডির চেয়ারম্যান অধ্যাপক রেহমান সোবহান, নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক মুস্তাফিজুর রহমান, ব্যারিস্টার সারাহ হোসেন, সংসদ সদস্য ইসরাফিল আলম, মার্কিন রাষ্ট্রদূত মার্শিয়া বার্নিকাটসহ শ্রমিক নেতারা বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও আলোচনায় অংশ নেন নেদারল্যান্ডস, ফ্রান্স, স্পেন, সুইডেন, নরওয়ের রাষ্ট্রদূতসহ আইএলও, অ্যাকর্ড, অ্যালায়েন্স প্রতিনিধিরা।

উৎপাদন ব্যবস্থায় মালিক শ্রমিকের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে হবে : অধ্যাপক রেহমান সোবহান

সিপিডির অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তিনি উল্লেখ করেন, রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পর তিন বছর পার হয়ে গেলেও এর আইনী উদ্যোগগুলোর কোনোটির প্রাথমিক নিষ্পন্ন হয়নি। এ দুর্ঘটনার পর একর্ড, এলায়েন্স আর রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের পরেও প্রায় ৯শ তৈরি পোশাক কারখানা পরিদর্শনের বাইরে রয়ে গেছে। সংস্কারের জন্য গড়ে প্রতিটি কারখানায় আড়াই কোটি টাকা ব্যয় করার প্রয়োজন ছিলো, কিন্তু সে পরিমাণ ব্যয় করা সম্ভব হয়নি।

অধ্যাপক রেহমান সোবহান বলেন, বৈশ্বিক উৎপাদন কাঠামোর কারণেই এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু প্রতিযোগী বাজারে সবাই খরচ কমাতে চায়। এর ফলাফল হিসেবে কারখানা মালিকরা নিরাপত্তা ও অন্যান্য বিষয়ে কম ব্যয় করে। তিনি বলেন, রানা প্লাজা ট্র্যাজেডি'র মত দুর্ঘটনা বন্ধ করতে হলে তিনটি বিষয়ের উপর আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে। প্রথমত, উৎপাদন ব্যবস্থাসহ কারখানার নজরদারী জোরদার করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সরকারের যে পর্যবেক্ষেণ দুর্বলতা আছে তা থেকে উত্তোরণ ঘটাতে হবে। তা না হলে এ ধরনের দুর্ঘটনা বন্ধ হবে না। দ্বিতীয়, উৎপাদন ব্যবস্থায় মালিক-শ্রমিকের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে হবে। তৃতীয়ত বৈশ্বিক অর্থনীতির ব্যবস্থায় গুরুত্ব দিয়ে পণ্যের মূল্য সমন্বয় করতে হবে। বর্তমানে বাংলাদেশের পোশাক কারখানা থেকে ৫ ডলারের কেনা একটি পণ্য ২৫ ডলারে বিক্রি হচ্ছে। এর মাঝে ২০ ডলার যাচ্ছে কোথায়, তার সমাধান করতে হবে।

মার্কিন রাষ্ট্রদূত মার্শা বার্নিকাট বলেছেন, বাংলাদেশে অনেক ভালোমানের পোশাক কারখানা আছে। কিন্তু একটি মানহীন কারখানায় দুর্ঘটনা ঘটলে সবাই সেটির কথাই বলবে, ভালো পোশাক কারখানার কথা বলবে না। তিনি আরো বলেন, শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করতে দিতে হবে, যাতে তারা বলতে পারে যে, আমরা এই অনিরাপদ কারখানায় কাজ করবো না। তিনি বাংলাদেশের প্রশংসা করে বলেন, শুধু সস্তা শ্রম দিয়েই নয়, শ্রমিকদের নৈপুণ্যের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বাজারে নিজেদের অবস্থান করে নিয়েছে।

বিজিএমইএর ভাইস প্রেসিডেন্ট ফারুক হাসান বলেন, আমরা কারখানা নিরাপত্তার বিষয়ে অনেক কঠোর হয়েছি। নিরাপত্তার ক্ষেত্রে 'জিরো টলারেন্স' কোনো ছাড় নেই। অনেকেই নতুন কমপ্লায়েন্স ভবনে কারখানা সরিয়ে নিচ্ছে কিন্তু এ ক্ষেত্রে গ্যাস না পাওয়া বড় সমস্যা বলে তিনি উল্লেখ করেন।

আলোচনায় অংশ নিয়ে ব্যারিস্টার সারা হোসেন বলেন, তিন বছর পার হয়ে গেলেও রানা প্লাজা নিয়ে কিছু আইনি বিষয়ে নিষ্পন্ন হয়নি। এটি ক্ষতিপূরণ, না তাদের যোগ্য পাওনা সেটির সুরাহা হয়নি। তিনি আরো বলেন, রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পর তৈরি পোশাক শিল্পের নিরাপত্তায় অনেক উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ ধরনের উদ্যোগ অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রে নেয়ার আহ্বান জানান তিনি।

শ্রমিক নেতা শুকুর মাহমুদ বলেন, রানা প্লাজা ভবন ধসের একটু আগেও তাদের সাবধান করা হয়েছিলো কিন্তু মালিক পক্ষ তা শুনেনি। যাদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে তাদের দ্রুত বিচারের আওতায় আনার আহ্বান জানান তিনি। শ্রমিক নেতা বাবুল আখতার বলেন, রানা প্লাজা ঘটনার পরে নিরাপত্তার জন্য নেয়া উদ্যোগগুলো অব্যাহত রাখতে হবে। যারা আহত অবস্থায় দিন পার করছে তাদের দীর্ঘমেয়াদে চিকিৎসা দিতে হবে। তিনি অভিযোগ করে বলেন, এ দুর্ঘটনার পর কারখানাগুলোতে ট্রেড ইউনিয়ন করার আইনি কাঠামো অনেক কঠিন করা হয়েছে যা মেনে ট্রেড ইউনিয়ন করা সম্ভব নয়। আগামি ২০১৮ সালের পর দেশে একর্ড, এলায়েন্সের কর্মকাণ্ড শেষ হচ্ছে, কিন্তু এর পরে নিরাপত্তার বিষয়ে কী হবে? তিনি বলেন, রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পর সবাই কারখানার নিরাপত্তা নিয়ে কথা বলছে কিন্তু কেউ কারখানার শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিয়ে কথা বলছে না।

একর্ডের নির্বাহী পরিচালক রব ওয়েসি বলেছেন, বাংলাদেশ একমাত্র দেশ যেখানে দক্ষ প্রকৌশলী দ্বারা কারখানা পরিদর্শন করা হয়েছে। তিনি আরো জানান, এ পর্যন্ত ১৭শ কারখানা পরিদর্শন করা হয়েছে।

যায়যায়দিন
Date:24-04-2016 Page 16, Col 6-8 Size: 29 col*inc

শনিবার রাজধানীর মহাখালীতে ব্র্যাক-ইন সেন্টারে 'রি-ইমার্জিং ফ্রম দ্য রানা প্লাজা ট্র্যাজেডি': অ্যান অ্যাকাউন্ট অন দ্য থার্ড অ্যানিভার্সারি' শীর্ষক সংলাপ অনুষ্ঠানে উপস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত মার্শা স্টিফেন ব্লুম বার্নিকাট –যাযাদি

যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সঙ্গে আছে, থাকবে : বার্নিকাট

যাযাদি রিপোর্ট

বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত মার্শা স্টিফেন ব্লুম বার্নিকাট বলেছেন, সস্তা শ্রম নয়, শ্রমিকদের কাজের নৈপুণ্যে যে পোশাক তৈরি হচ্ছে, বিশ্বব্যাপী সেটার জনপ্রিয়তার কারণেই তৈরি পোশাক খাতের বিস্তার হয়েছে। যে কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘ সময় বাংলাদেশের সঙ্গে আছে এবং থাকবে।

শনিবার রাজধানীর মহাখালীতে ব্র্যাক-ইন সেন্টারে 'রি-ইমার্জিং ফ্রম দ্য রানা প্লাজা ট্র্যাজেডি: অ্যান অ্যাকাউন্ট অন দ্য থার্ড অ্যানিভার্সারি' শীর্ষক সংলাপে এসব কথা বলেন তিনি। রানা প্লাজা ট্র্যাজেডির তিন বছরের প্রেক্ষাপটে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল সকালে ধসে পড়ে সাভারের রানা প্লাজা; সেখানে পাঁচটি পোশাক কারখানা ছিল। এতে অন্তত ১ হাজার ১৩৫ জন নিহত হন। এ ঘটনাটি সারাবিশ্বে ভবন ধসে সবচেয়ে বড় প্রাণহানির ঘটনা।

কারখানা পরিদর্শনে আসা ক্রেতাদের দুটি সংগঠন অ্যাকোর্ড এবং অ্যালায়েন্স বাংলাদেশে কতদিন তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করবে এমন তর্কে নিজ দেশের অবস্থান তুলে ধরে বার্নিকাট বলেন, অ্যাকোর্ড, অ্যালায়েন্সের অবদান প্রথম দিকে বোঝা না গেলেও, এখন এটার ফল পাওয়া যাচ্ছে। কারণ তারা গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাজ করেছে।

রানা প্লাজা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, রানা প্লাজার মতো একটি খারাপ ঘটনা পুরো খাতকে কলঙ্কিত করে। কিন্তু এরপরও তো অনেক ভালো কারখানা রয়েছে।

নেদারল্যান্ডসের রাষ্ট্রদূত লিওনি মার্গারেথ বলেন, পৃথিবীর সবচেয়ে আদর্শিক ও ভালো কারখানাগুলোর বেশ কয়েকটি বাংলাদেশে অবস্থিত। 'তবে বিশ্বব্যাপী এটির খুব একটা প্রচারণা নেই। রানা প্লাজার দুর্ঘটনার পর সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে।

রানা প্লাজার ওপর তৈরি করা পঞ্চম গবেষণা প্রতিবেদনে সিপিডির অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক খোন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পর ৩ হাজার ৬৩২টি কারখানা পরিদর্শন করা হয়েছে। তবে এখনো একটি বড় অংশ পরিদর্শনের বাইরে রয়েছে। এর সংখ্যা ৯০৯টি।

সিপিডির ফেলো ড. দেবপ্রিয় পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৭

যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সঙ্গে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ভট্টাচার্য বলেন, গত তিন বছরে হালনাগাদ তথ্য নিয়ে এবারের প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। প্রতিবেদনে ৫টি বিষয়কে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। নিখোঁজ শ্রমিক, আহত শ্রমিকদের চিকিৎসা, পুনঃকর্মসংস্থান, আইনি পরিস্থিতি ও আর্থিক সহায়তার বিষয় তুলে ধরা হয়েছে।

সিপিডি চেয়ারম্যান অধ্যাপক রেহমান সোবহান প্রধান অলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সিপিডি ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের সঞ্চালনায় এতে আরো উপস্থিত ছিলেন- সিপিডির নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক মুস্তাফিজুর রহমান, অ্যাডিশনাল রিসার্চ ডিরেক্টর ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম, ব্যারিস্টার সারাহ হোসেন, সাংসদ ইসরাফিল আলমসহ শ্রমিক নেতারা। এ ছাড়াও আলোচনায় অংশ নেন নেদারল্যান্ডস, ফ্রান্স, স্পেন, সুইডেন, নরওয়ের রাষ্ট্রদূতসহ আইএলও, অ্যাকর্ড, অ্যালায়েন্স প্রতিনিধিরা।

দৈনিক জনতা

Date:24-04-2016 Page 01, Col 05 Size: 08 Col*Inc

পোশাক কারখানা সংস্কারে বাংলাদেশ নেতৃত্ব পর্যায়ে আছে : বার্নিকাট

কূটনৈতিক প্রতিবেদক

পোশাক কারখানা সংস্কার ও কর্মপরিবেশের উন্নয়নে বাংলাদেশ নেতৃত্ব পর্যায়ে আছে এবং এটা ধরে রাখতে পারবে ও প্রতিযোগিতায় সক্ষম থাকবে বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মার্শা বার্নিকাট। গতকাল শনিবার রাজধানীর মহাখালীতে ব্র্যাক সেন্টারে বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) যৌথ ◄◄২ পৃষ্ঠায় ৫ম কলাম দেখুন

পোশাক কারখানা

উদ্যোগে আয়োজিত সংলাপে তিনি এ মন্তব্য করেন। রানা প্লাজা ট্রাজেডির তিনবছর পূর্তি উপলক্ষে এ সংলাপের আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশের পোশাক খাতের উন্নয়নে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের পাশে থাকবে বলে আশ্বাস দেন মার্শা বার্নিকাট। সস্তা শ্রমের কারণেই বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প টিকে আছে, এ ধারণার সঙ্গে দ্বিমত ব্যক্ত করেন তিনি। কারখানা পরিদর্শনে আসা ক্রেতাদের দুটি সংগঠন অ্যাকর্ড এবং অ্যালায়েন্স বাংলাদেশে কতদিন তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করবে, এ বিতর্কে নিজ দেশের অবস্থান তুলে ধরে তিনি বলেন, অ্যাকর্ড, অ্যালায়েন্সের অবদান প্রথম দিকে বোঝা না গেলেও এখন এটার ফল পাওয়া যাচ্ছে। কারণ তারা গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাজ করেছে।

মার্শা বার্নিকাট আরো বলেন, এ দেশে অনেক ভালো পোশাক কারখানা আছে। কিন্তু কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে মানুষ সেই দুর্ঘটনার কথাই বলবে। ভালো পোশাক কারখানার কথা বলবে না। তাই অনিরাপদ একটি পোশাক কারখানাও দেশের পোশাক খাতের জন্য ঝুঁকি। পোশাক কারখানার সার্বিক মান নিশ্চিত করলে উৎপাদন বাড়ে। এটা ব্যবসায়িক দিক দিয়েও লাভজনক এবং তা পরিসংখ্যানগতভাবে প্রমাণিত।

অনুষ্ঠানে সিপিডি'র সম্মানিত ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের সঞ্চালনায় আরো বক্তব্য রাখেন– শ্রম বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি মো. ইসরাফিল আলম, শ্রম সচিব মিকাইল শিপার, ব্যারিস্টার সারাহ্ হোসেন, আইএলওর কান্ট্রি ডিরেক্টর শ্রীনিবাস রেড্ডি, সিপিডি'র নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক মুস্তাফিজুর রহমান ও বিজিএমইএর সহ-সভাপতি ফারুক হাসানসহ যুক্তরাষ্ট্র, নেদারল্যান্ডস, ফ্রান্স, স্পেন, সুইডেন, নরওয়ের রাষ্ট্রদূত, হেড অব ইউএন ওম্যান, ডেনমার্ক, আইএলও, অ্যাকর্ড, অ্যালায়েন্সের প্রতিনিধি ও শ্রমিক নেতারা।

সভাপতির বক্তব্যে সিপিডি'র চেয়ারম্যান অধ্যাপক রেহমান সোবহান বলেন, শুধু সরকার বা প্রশাসন বা কারখানা মালিক-কেউই একা সব ব্যবস্থা নিতে পারে না। সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। সরকার, সিভিল সোসাইটি, স্টকহোল্ডার, শ্রমজীবী, বায়ার- কারো এ গন্ডির বাইরে থাকার সুযোগ নেই।

যুগান্তর
Date:24-04-2016 Page 02, Col 2-4 Size: 29 Col*Inc

বিশেষ ট্রাইব্যুনালে রানা প্লাজা দুর্ঘটনার বিচার করতে হবে

যুগান্তর রিপোর্ট

সাভারের রানা প্লাজা ট্রাজেডির তিন বছর পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু ঘটনার জন্য দায়ীদের বিচার হয়নি। এমনকি কারা এ ঘটনার জন্য দায়ী তাও সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায়নি। তাই এ বিচার বিশেষ ট্রাইব্যুনালে করতে হবে। নিষ্পত্তি হয়নি আহতদের চিকিৎসা, নিখোঁজ শ্রমিকদের সংখ্যা, জীবিতদের কর্মসংস্থান এবং মৃতদের ক্ষতিপূরণ-সম্পর্কিত ৪টি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুর।

সিপিডির সংলাপে বক্তারা

শনিবার রাজধানীর ব্র্যাক সেন্টারে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) আয়োজিত সংলাপে বক্তারা এসব কথা বলেন। এ সময় তারা বিভিন্ন শিল্পকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া, গার্মেন্ট খাতে ট্রেড ইউনিয়ন করার সুযোগ এবং বিদেশী ক্রেতাদের সংগঠন অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্সের নজরদারি অব্যাহত রাখার পক্ষে মত দেন। তবে গার্মেন্ট মালিকদের কেউ কেউ অভিযোগ করেন, বিদেশী এ সংগঠন দুটির কারণে অনেকে ব্যবসা ছেড়ে দিচ্ছেন। সিপিডি চেয়ারম্যান ড. রেহমান সোবহানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন শ্রম-মন্ত্রণালয়সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যান ইস্রাফিল আলম, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মিকাইল শিফার, বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মার্সিয়া ব্লুম বার্নিকাট, ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত সোফি আরবেত, জাতিসংঘের নারীবিষয়ক সংস্থার প্রধান ক্রিস্টিনি হেনরি, সুইডেনের রাষ্ট্রদূত জোহান্স ফ্রাইসেল এবং নেদারল্যান্ডসের রাষ্ট্রদূত লিউনি মার্গারেথা কিউলেনার, বাংলাদেশে ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশনের (আইএলও) কান্ট্রি ডিরেক্টর শ্রীনিবাস বি রাড্ডি, গার্মেন্ট মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ'র ভাইস প্রেসিডেন্ট ফারুক হাসান, সিপিডির সম্মানীত ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক ড. খোন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম এবং আইনজীবী ব্যারিস্টার সারাহ হোসেন।

রেহমান সোবহান বলেন, শুধু গার্মেন্ট নয়, অন্যান্য খাতেও শ্রমিকদের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে। উৎপাদনের পাশাপাশি শ্রমিকদের কীভাবে মালিকানার অংশ দেয়া যায়, এ বিষয়টি ভাবা উচিত। তিনি বলেন, ৫ ডলারে পণ্য তৈরি করে বাংলাদেশের শ্রমিকরা। কিন্তু আমেরিকায় তা বিক্রি হয় ২৫ ডলার। বাকি ২০ ডলার কোথায় যায়, কে কত মুনাফা পায় তার হিসাব বের করা জরুরি। না হলে শ্রমিকদের সমস্যার কখনোই সমাধান হবে না।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পর তিন বছর পার হয়েছে। কিন্তু নিখোঁজ শ্রমিকদের পরিবারের অবস্থা, বিচারের আইনি প্রক্রিয়া, ক্ষতিপূরণ, কর্মীদের পুনরায় নিয়োগ, স্বাস্থ্যসেবা, তাদের মানসিক অবস্থা, সরকারের নেয়া পদক্ষেপ, শ্রমিক ও মালিক পক্ষের অবস্থান এবং আর্থিক সহায়তা দেয়ার সর্বশেষ চিত্র সন্তোষজনক কিনা তা ভেবে দেখা উচিত।

তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত এ ঘটনার ■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ১

বিশেষ ট্রাইব্যুনালে রানা প্লাজা দুর্ঘটনার বিচার করতে হবে

(২য় পৃষ্ঠার পর)

মামলার বিচার নিষ্পত্তি হয়নি। যা একটি আক্ষেপ হিসেবে রয়ে যাচ্ছে। নিখোঁজ শ্রমিকদের সংখ্যা কমে ৫৫-তে এসেছে, কিন্তু তাদের পরিবারের সদস্যরা এখনও সহযোগিতা পাচ্ছে না। অনেক অগ্রগতি থাকলেও এখনও ৯০০টি পোশাক শিল্পপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের আওতায় আসেনি। ভবন সংস্কারে এখনও পিছিয়ে রয়েছে বাংলাদেশ। এ সমস্যার সমাধান জরুরি। তার মতে, শুধু বাংলাদেশ নয়, রানা প্লাজা পৃথিবীর জন্য একটি শিক্ষা। এ ঘটনার জন্য ক্রেতারাও দায় এড়াতে পারেন কিনা তা বিবেচনায় নেয়া উচিত। ইসরাফিল আলম বলেছেন, জাতীয় শ্রম আইন সাংঘর্ষিক। এখানে মালিকদের স্বার্থ রক্ষার কথা যেভাবে বলা হয়েছে, তাতে এ আইন বা বিধি সংশোধন করতে হবে। মার্কিন রাষ্ট্রদূত মার্সা বার্নিকাট বলেন, বাংলাদেশের পোশাক শ্রমিক, বিশেষ করে নারী শ্রমিকদের বেতন বাড়াতে হবে। শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করার সুযোগ ও দাবিগুলো তুলে ধরতে সংলাপের ব্যবস্থা করতে হবে। তাদের দাবি-দাওয়া নিয়ে সরকারকেও ভাবতে হবে।

তিনি আরও বলেন, শুধু শ্রমিকদের সস্তা শ্রমের ওপর নির্ভর করেই বাংলাদেশের পোশাক শিল্প টিকে আছে এ কথা ঠিক নয়। তাদের নিপুণ হাতের দক্ষতা বিশ্বমানের পোশাক তৈরি করে এ শিল্পকে টিকিয়ে রেখেছে। রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় শিকার হওয়া শ্রমিকদের মধ্যে বেঁচে যাওয়া শ্রমিকদের কাজে ফেরাতে হবে। তবে তিনি বলেন একটি দুর্ঘটনার কারণে পুরো পোশাক খাতের বদনাম দেয়া হয়। কিন্তু এখানে অনেক ভালো কারখানা রয়েছে, তারাও অপবাধের শিকার হচ্ছে। তিনি বলেন, পোশাক শিল্পের উন্নয়নে যুক্তরাষ্ট্র সব সময় বাংলাদেশের পাশে থেকে সহযোগিতা করে যাবে।

ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত সোফি আবরেত বলেন, শুধু রফতানিনির্ভর পোশাক কারখানার ভবন ও কর্মীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করলেই হবে না। জাতীয় শিল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত ভবন ও শ্রমিকদের ব্যাপারেও নজর দিতে হবে। তাহলেই বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতি আরও বেগবান হবে। এ জন্য অ্যাকর্ডও ভূমিকা রাখতে পারে।

নেদারল্যান্ডসের রাষ্ট্রদূত লিউনি মার্গারেথা কিউলেনার বলেন, রানা প্লাজার ঘটনার পর দেশের পোশাক খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। এমনকি বিশ্বের আদর্শ গার্মেন্ট কারখানাগুলোও এখন বাংলাদেশে। কিন্তু আন্তর্জাতিক মহলে এসব ভালো ঘটনার প্রচার হয় না। এগুলো প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। নেদারল্যান্ডস এ ব্যাপারে বাংলাদেশকে সহায়তা দেবে।

সুইডেনের রাষ্ট্রদূত জোহান্স ফ্রাইসেল বলেন, প্রশ্ন এসেছে ইউরোপীয় ক্রেতাদের জোট অ্যাকর্ড এবং যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেতাদের জোট অ্যালায়েন্স বাংলাদেশে থাকবে কিনা। কিন্তু আমার মনে হয়, যতদিন ক্রেতারা চাইবেন ততদিনই সংগঠন দুটির বাংলাদেশে থাকা উচিত। তিনি বলেন, দেশে আইনি কাঠামো ঠিক থাকলে বাজারে বেশি হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। এতে মুনাফা এবং উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ব্যারিস্টার সারা হোসেন বলেন, এই মর্মান্তিক ঘটনার জন্য কে দায়ী এটি বড় প্রশ্ন। ভবনের মালিক দায়ী হতে পারেন। আবার যারা এ ভবনের অনুমতি দিয়েছে, সরকারি যেসব সংস্থা তদারকি করছে এবং ক্রেতা প্রতিষ্ঠান, যেই হোক তাদেরকে আগে চিহ্নিত করতে হবে। তার মতে, দায়ীদের অবশ্যই জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে।

ফারুক হাসান বলেন, দেশের পোশাক খাতের মেরুদণ্ড গার্মেন্ট খাত। হাতে গোনা দু-একটি ছাড়া বাংলাদেশের বেশিরভাগ কারখানায় কমপ্লায়েন্স বাস্তবায়ন হচ্ছে। ফলে ডালাওভাবে এ খাতের ওপর অভিযোগ দেয়া ঠিক নয়। ড. হামিদা হাসান বলেন, রানা প্লাজার মতো ঘটনার জন্য তিনটি কারণ দায়ী। এগুলো হল দুর্নীতি, রাজনৈতিক চাপ ও পর্যাপ্ত মনিটরিংয়ের অভাব। এখানে আমাদের আদালত বড় ভূমিকা রাখতে পারেন।

দৈনিক করতোয়া
The Daily Karatoa
Date:24-04-2016 Page 02,Col 4-5 Size: 14 Col*Inc

নিখোঁজ ৫৫ শ্রমিক পরিবার ক্ষতিপূরণ পাচ্ছে না

নিষ্পত্তি আসেনি রানা প্লাজা ট্র্যাজেডির আইনি প্রক্রিয়ায়

স্টাফ রিপোর্টার, ঢাকা অফিস : তিন বছর কেটে গেলেও রানা প্লাজা ট্র্যাজেডির আইনি প্রক্রিয়ায় প্রাথমিক কোনো নিষ্পত্তি আসেনি, নিখোঁজ হওয়া ৫৫ জন শ্রমিকের পরিবার পাচ্ছে না কোনো সহযোগিতা-ক্ষতিপূরণ। তবে ঘটনাটির পর শুধু বাংলাদেশ নয়, এ থেকে শিক্ষা নিয়েছে পুরো বিশ্ব। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) এবং সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)'র যৌথ গবেষণায় উঠে এসেছে এসব তথ্য। রানা প্লাজা ট্র্যাজেডির তিন বছরের প্রেক্ষাপটের বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশে গতকাল শনিবার দুপুরে রাজধানীর মহাখালীতে ব্র্যাক-ইন সেন্টারে সিপিডি সংলাপের আয়োজিত হয়। রানা প্লাজা প্রসঙ্গে গত তিন বছরে এটি তাদের পঞ্চম সংলাপ। 'অন রি-ইমার্জিং ফ্রম দ্য রানা প্লাজা ট্র্যাজেডি: অ্যান অ্যাকাউন্ট অন দ্য থার্ড অ্যানিভার্সারি' শীর্ষক সংলাপে বিদ্যমান পরিস্থিতির সার-সংক্ষেপ তুলে ধরেন আয়োজক বক্তারা। সিপিডির চেয়ারম্যান অধ্যাপক রেহমান সোবহান, ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক মুস্তাফিজুর রহমান, অ্যাডিশনাল রিসার্চ ডিরেক্টর ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম ও ব্যারিস্টার সারাহ হোসেন প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। গবেষণার ফলাফল পাঠের পর দেবপ্রিয় বলেন, এটি রানা প্লাজা ঘটনার হালনাগাদ তথ্যসম্বলিত প্রতিবেদন। এতে নিখোঁজদের পরিবারের অবস্থা, আইনি প্রক্রিয়া, ক্ষতিপূরণ, পুনরায় নিয়োগ, স্বাস্থ্যসেবা ও আর্থিক সহায়তার তিন বছরের চিত্র উঠে এসেছে। তিনি বলেন, এ পর্যন্ত রানা প্লাজা বিষয়ক মামলাগুলোর কোনটিতেই প্রাথমিক নিষ্পত্তিও আসেনি। যা একটি আক্ষেপ হিসেবে রয়ে যাচ্ছে। নিখোঁজের সংখ্যা কমে ৫৫-তে এসেছে, কিন্তু তাদের পরিবারের সদস্যরা এখনো সহযোগিতা পাচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন। ভবন নির্মাণের নিয়ম পালনে এখনো পিছিয়ে, ৯০০টি প্রতিষ্ঠান এখনো পরিদর্শনে আসেনি। 'তবে এটি শুধু বাংলাদেশে নয়, সারা বিশ্বে এখন এটি একইসঙ্গে সাবধানতামূলক কাজের প্রেরণা ও আক্ষেপের জায়গা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে'- বলেন দেবপ্রিয়। আইনি প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে সারাহ হোসেন বলেন, 'ক্ষতিপূরণ অধিকার, নাকি ক্ষতির পূরণ- সেটি নিয়ে আইনি আলোচনা চলছে। এছাড়া এমন ঘটনায় দায়ী কারা- মালিক, নাকি স্থানীয় প্রশাসন, নাকি ব্র্যান্ডগুলো- সেটিও আলোচনায় আসছে।' তিনি বলেন, শুধু গার্মেন্টস শ্রমিক নয়, সব শ্রমিকদের জন্য ব্যবস্থা রাখতে হবে। শ্রমিকদের জন্য বিমা ব্যবস্থা এবং লেবার ওয়েলফেয়ার ফান্ড থাকা উচিৎ। সংলাপে ইউএস, নেদারল্যান্ডস, ফ্রান্স, স্পেন, সুইডেন, নরওয়ের রাষ্ট্রদূত, হেড অব ইউএন ওম্যান, ডেনমার্ক, আইএলও প্রতিনিধি ও শ্রমিক নেতারা অংশ নেন।

রাজধানীতে দিনব্যাপী কর্মসূচি : আগামী ২৪ এপ্রিল রানা প্লাজা ভবন ধসের তিন বছর পূর্তি উপলক্ষে বাংলাদেশের জাতীয় পর্যায়ের মানবাধিকার সংগঠন, জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন, পরিবেশ ও উন্নয়ন ইস্যুতে কর্মরত সংগঠনসমূহের সমন্বয়ে গঠিত শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরাম বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। দিবসটি উপলক্ষে আজ রোববার সকাল ৮টা ৩০ মিনিটে জুরাইন কবরস্থানে ফোরামের সিনিয়র নেতাদের উপস্থিতিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ। সকাল ১০টায় প্রেসক্লাবের সামনে ২৪ এপ্রিল স্মরণে ইন্সটলেশন প্রদর্শন এবং ব্যানার, ফেস্টুন সহকারে প্রতীকী অবস্থান কর্মসূচি পালিত হবে। সকাল সাড়ে ১০টায় সাভারের উদ্দেশ্যে যাত্রা ও বিভিন্ন স্থানে যাত্রাবিরতি করে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা প্রতিরোধে সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করবেন নেতা-কর্মীরা। দুপুর ২টায় রানা প্লাজার নিকটবর্তী আড়াপাড়াস্থ কারিতাস অফিস (মনোসামাজিক প্রকল্প), বাড়ি নং- বি ৬০/২, কামাল গার্মেন্টস রোডে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য ৫ দিন ব্যাপী (২৪-২৮ এপ্রিল '১৬ ইং) তথ্য, পরামর্শ ও চিকিৎসা সহায়তা কেন্দ্রের উদ্বোধন। প্রতিদিন বেলা ২টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত তথ্যকেন্দ্রে সেবা দেওয়া হবে। তথ্য কেন্দ্রে আইন ও সালিশ কেন্দ্র, বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট- ব-াস্ট ও বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির পক্ষ থেকে একজন করে আইনজীবী, কর্মজীবী নারী ও একশন এইড এর পক্ষ থেকে একজন করে মনোসামাজিক কাউন্সিলর দায়িত্ব পালন করবেন।

মানবকণ্ঠ
Date:24-04-2016 Page 12, Col 6-7 Size: 18.5 Col*Inc

সিপিডির সংলাপে বক্তারা

শ্রমিকদের নিরাপত্তা উদ্যোগকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে

অর্থনৈতিক প্রতিবেদক

পোশাক শিল্পসহ সব খাতের শ্রমিকদের নিরাপত্তায় নেয়া বিচ্ছিন্ন সব উদ্যোগকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে। আইনি কাঠামোয় নিশ্চিত করতে হবে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণের বিষয়গুলো। অ্যাকর্ড-অ্যালায়েন্স-এর বাইরে থাকা ৯০০ কারখানাসহ অন্যা সব খাতের কারখানার নিরাপত্তাও নিশ্চিত করতে হবে। গতকাল রাজধানীর মহাখালীতে ব্র্যাক সেন্টার ইনে রানা প্লাজা ধসের তিন বছর উপলক্ষে এক সংলাপে বক্তারা এসব দাবি জানান। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) আয়োজিত ও অধ্যাপক রেহমান সোবহানের সভাপতিত্বে এ সংলাপে অংশ নেন এমপি ইসরাফিল আলম, শ্রমসচিব মিকাইল শিপার, আইনজীবী ব্যারিস্টার সারা হোসেন, বিজিএমইএর জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি ফারুক হাসান, সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. মুস্তাফিজুর রহমান, মার্কিন রাষ্ট্রদূত মার্শা স্টিফেনস ব্লুম বার্নিকাটসহ বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত, বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন ও এনজিও প্রতিনিধিরা। সিপিডির বিশেষ ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের সঞ্চালনায় এতে রানা প্লাজা ট্র্যাজেডি পরবর্তী সিপিডির পঞ্চম প্রতিবেদন 'রি-ইমার্জিং ফ্রম দ্য রানা প্লাজা ট্র্যাজেডি : অ্যান অ্যাকাউন্ট অন দ্য থার্ড অ্যানিভার্সারি' উপস্থাপন করেন সিপিডির অতিরিক্ত পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম।

সিপিডির চেয়ারম্যান অধ্যাপক রেহমান সোবহান এ সময় বলেন, রানা প্লাজা ট্র্যাজেডির মতো দুর্ঘটনা বন্ধ করতে হলে তিনটি বিষয়ের ওপর আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে। প্রথমত, উৎপাদন **পৃষ্ঠা ১১ কলাম ২**

শ্রমিকদের নিরাপত্তা উদ্যোগকে

শেষ পৃষ্ঠার পর

ব্যবস্থাসহ কারখানার চারপাশের পরিবেশের নজরদারি ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সরকারের যে পর্যবেক্ষণ দুর্বলতা আছে তার উত্তরণ ঘটাতে হবে। তা না হলে এ ধরনের দুর্ঘটনা বন্ধ হবে না।

দ্বিতীয়ত, উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমিকদের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে হবে। সম্ভব হলে শ্রমিকদের মালিকানায় অংশীদারিত্ব করতে হবে। তৃতীয়ত, বৈশ্বিক অর্থনীতির ব্যবস্থায় গুরুত্ব দিয়ে পণ্যের মূল্য সমন্বয় করতে হবে। বর্তমানে বাংলাদেশের পোশাক কারখানা থেকে ৫ ডলারে কেনা একটি পণ্য ২৫ ডলারে বিক্রি হচ্ছে। এর মাঝের ২০ ডলার যাচ্ছে কোথায়, তার সমাধান করতে হবে।

গবেষণা প্রতিবেদন সম্পর্কে ড. দেবপ্রিয় বলেন, এটি রানা প্লাজা ঘটনার হালনাগাদ তথ্যসংবলিত প্রতিবেদন। এতে নিখোঁজদের পরিবারের অবস্থা, আইনি প্রক্রিয়া, ক্ষতিপূরণ, পুনরায় নিয়োগ, স্বাস্থ্যসেবা ও আর্থিক সহায়তার তিন বছরের চিত্র উঠে এসেছে। তিনি বলেন, এ পর্যন্ত রানা প্লাজা বিষয়ক মামলাগুলোর কোনোটিতেই প্রাথমিক নিষ্পত্তিও আসেনি, যা একটি আক্ষেপ হিসেবে রয়ে যাচ্ছে। নিখোঁজের সংখ্যা কমে ৫৫-তে এসেছে, কিন্তু তাদের পরিবারের সদস্যরা এখনো সহযোগিতা পাচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন।

রানা প্লাজা ধসপরবর্তী আইনি কার্যক্রম সম্পর্কে ব্যারিস্টার সারা হোসেন বলেন, ক্ষতিপূরণ অধিকার, নাকি ক্ষতির পূরণ- সেটি নিয়ে আইনি আলোচনা চলছে। এছাড়া এই ক্ষতিপূরণ প্রদানে কার কার দায় রয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। এটি কি শুধু মালিক প্রদান করবে নাকি ভবন অনুমোদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থা ও ব্র্যান্ডগুলোরও দায় রয়েছে এখানে? তিনি বলেন, শুধু গার্মেন্টস শ্রমিক নয়, সব শ্রমিকের জন্য ব্যবস্থা রাখতে হবে। শ্রমিকদের জন্য বীমা ব্যবস্থা এবং লেবার ওয়েলফেয়ার ফান্ড থাকা উচিত।

মার্কিন রাষ্ট্রদূত বার্নিকাট বলেন, দুর্ঘটনার পরে যখন অ্যাকর্ড-অ্যালায়েন্স এসেছে তখন এত বিষয় ভাবনায় ছিল না। পরে এই ভাবনাগুলো আরো প্রসারিত হয়েছে। নিরাপত্তার হুমকি নিরসনমূলক কাজের পরে উৎপাদন ও মুনাফা বেড়ে যায় বলেও তিনি দাবি করেন। 'বাংলাদেশে সস্তার শ্রমের ওপর এ শিল্প দাঁড়িয়ে আছে' এরকম বক্তব্যের বিরোধিতা করে তিনি বলেন, বাংলাদেশে এই শিল্পের মূল চালিকাশক্তি শ্রমিকদের হাতের নৈপুণ্য ও মালিকদের শতভাগ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন।

শ্রমিক নেতা শুকুর মাহমুদ বলেন, ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার চাই আমরা। ট্রেড ইউনিয়ন থাকলে এ রকম অনেক সমস্যার সমাধান করা যেত। তিনি অবিলম্বে দায়ীদের শাস্তি দাবি করেন।

মূল প্রতিবেদনে ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম জানান, নিখোঁজ শ্রমিকদের সংখ্যা গত বছরের চেয়ে কিছুটা কমানো সম্ভব হয়েছে। যদিও এখনো ৫৫ জন নিখোঁজ রয়েছেন। একশনএইডের একটি প্রতিবেদনের সূত্র দিয়ে তিনি জানান, আহতদের অবস্থা গত এক বছরে বেশ কিছু অগ্রগতি হয়েছে। ১৩০০ জনের সাক্ষাৎকারে দেখা গেছে ৭৮ দশমিক ৮ শতাংশ শ্রমিকের শারীরিক অবস্থা মোটামুটি ভালো। ২০১৫ সালে যা ছিল ৭০ দশমিক ৬ শতাংশ। এখনো ১৪ দশমিক ৬ শতাংশ শ্রমিক মাথায় ব্যথাসহ বিভিন্ন শারীরিক সমস্যায় ভুগছেন। আহতদের চিকিৎসাসেবা অনেক সীমিত হয়ে আসছে বলেও তিনি জানান।

মানবজমিন
Date:24-04-2016 Page 01, Col 03 Size: 25 Col*Inc

৫ ইস্যুর সুরাহা হয়নি

অর্থনৈতিক রিপোর্টার: রানা প্লাজা দুর্ঘটনার ৩ বছর পরও ৫ ইস্যুর এখনও সুরাহা হয়নি বলে মনে করে বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)। ইস্যুগুলো হলো– নিখোঁজ শ্রমিকদের সংখ্যা, আহত শ্রমিকদের স্বাস্থ্যঝুঁকি, বেকারত্ব, ক্ষতিপূরণ ও দোষীদের বিচার না হওয়া। গতকাল 'রানা প্লাজা দিবস' উপলক্ষে 'রি ইমার্জিং ফ্রম রানা' *পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ১*

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্লাজা ট্র্যাজেডি: অ্যান অ্যাকাউন্ট অন দ্য থার্ড এনিভারসারি' শীর্ষক সংলাপে সিপিডি প্রকাশিত প্রতিবেদনে এ তথ্য তুলে ধরা হয়। মহাখালীর ব্র্যাক সেন্টার ইনে এই সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। সিপিডি ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) যৌথভাবে এ সংলাপের আয়োজন করে। এতে সভাপতিত্ব করেন সিপিডির চেয়ারম্যান অধ্যাপক রেহমান সোবহান। সম্মানীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আলোচনায় অংশ নেন যুক্তরাষ্ট্র, নেদারল্যান্ডস, ফ্রান্স, স্পেন, সুইডেন ও নরওয়ের রাষ্ট্রদূতসহ আইএলও, অ্যাকর্ড, ও অ্যালায়েন্স প্রতিনিধিরা। এ ছাড়া সিপিডির নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক মুস্তাফিজুর রহমান উপস্থিত ছিলেন। প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অ্যাডিশনাল রিসার্চ ডিরেক্টর ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম। বক্তারা বলেন, রানা প্লাজা ট্র্যাজেডিতে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তাদের অনুদান দেয়া হয়েছে। কিন্তু ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়নি। তাদের ক্ষতিপূরণ দেয়ার জন্য একটি কাঠামো তৈরি করা সরকারের দায়িত্ব।

অধ্যাপক রেহমান সোবহান বলেন, শ্রমিক শ্রেণিকে মালিকানার সহযোগী বা অংশীদার করা প্রয়োজন, বাড়াতে হবে প্রতিষ্ঠানের পরিবীক্ষণ কাঠামোতে নজরদারি। তা ছাড়া ৫ ডলারের পোশাক দেশের বাইরে ২৫ ডলারে বিক্রি হচ্ছে। এর মাঝখানে কারা কাজ করছেন, সেটি খতিয়ে দেখতে হবে। শ্রমিকরা সে লাভ পাচ্ছে না। যারা পাচ্ছে, তাদের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। সস্তায় শ্রম পেতে চাপ দিলে এমন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে। তিনি বলেন, মালিকানায় অংশীদারিত্বের ভূমিকায় রাখতে হবে শ্রমিকদের। কেন এ ক্ষতিপূরণ পাওয়া-না পাওয়ার ভোগান্তি সইবেন তারা? তারা মালিকানার অংশীদারিত্ব থেকে নিজেদের অধিকার যেন পান। গ্লোবাল মার্কেট ডায়নামিকস যেন এমন ঘটনার জন্য আর দায়ী না হয়। তিনি বলেন, শুধু সরকার বা প্রশাসন বা কারখানার মালিক কেউই একা সব ব্যবস্থা নিতে পারে না। সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। সরকার, সিভিল সোসাইটি, স্টেকহোল্ডার, শ্রমজীবী, বায়ার– কারও এ গণ্ডির বাইরে থাকার সুযোগ নেই।

সংলাপে মার্কিন রাষ্ট্রদূত মার্শা বার্নিকাট বলেন, এ দেশে অনেক ভালো পোশাক কারখানা আছে। কিন্তু কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে মানুষ সেই দুর্ঘটনার কথাই সবাই বলে। ভালো পোশাক কারখানার কথা বলবে না। তাই অনিরাপদ একটি পোশাক কারখানাও দেশের পোশাক খাতের জন্য

৫ ইস্যুর সুরাহা হয়নি

ঝুঁকি। বার্নিকাট বলেন, পোশাক কারখানার সার্বিক মান নিশ্চিত করলে উৎপাদনশীলতা বাড়ে। এটা ব্যবসায়িক দিক দিয়েও লাভজনক এবং তা পরিসংখ্যানগতভাবে প্রমাণিত। বাংলাদেশের পোশাক খাতের উন্নয়নে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের পাশে থাকবে বলে উল্লেখ করে মার্কিন রাষ্ট্রদূত বলেন, কারখানা সংস্কার ও কর্মপরিবেশের উন্নয়নে বাংলাদেশ নেতৃত্ব পর্যায়ে আছে। আশা করি, বাংলাদেশ এটা ধরে রাখতে পারবে এবং প্রতিযোগিতায় সক্ষম থাকবে। তিনি বলেন, সস্তা শ্রম নয়, শ্রমিকদের কাজের নৈপুণ্যে যে পোশাক তৈরি হচ্ছে, বিশ্বব্যাপী সেটার জনপ্রিয়তার কারণেই তৈরি পোশাক খাতের বিস্তার হয়েছে। যে কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘ সময় বাংলাদেশের সঙ্গে আছে এবং থাকবে। কারখানা পরিদর্শনে আসা ক্রেতাদের দুটি সংগঠন অ্যাকর্ড এবং অ্যালায়েন্স বাংলাদেশে কতদিন তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করবে এমন তর্কে নিজ দেশের অবস্থান তুলে ধরে বার্নিকাট বলেন, অ্যাকর্ড, অ্যালায়েন্সের অবদান প্রথম দিকে বোঝা না গেলেও, এখন এটার ফল পাওয়া যাচ্ছে। কারণ, তারা গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাজ করেছে। রানা প্লাজা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, রানা প্লাজার মতো একটি খারাপ ঘটনা পুরো খাতকে কলঙ্কিত করে। কিন্তু এর পরও তো অনেক ভালো কারখানা রয়েছে বাংলাদেশে।

নেদারল্যান্ডসের রাষ্ট্রদূত লিওনি মার্গারেথ বলেন, পৃথিবীর সবচেয়ে আদর্শিক ও ভালো কারখানাগুলোর বেশ কয়েকটি বাংলাদেশে অবস্থিত। তবে বিশ্বব্যাপী এটির খুব একটা প্রচারণা নেই। রানা প্লাজার দুর্ঘটনার পর সবর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। সিপিডির ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, গত তিন বছরে হালনাগাদ তথ্য নিয়ে এবারের প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। প্রতিবেদনে ৫টি বিষয়কে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। নিখোঁজ শ্রমিক, আহত শ্রমিকদের চিকিৎসা, পুনঃকর্মসংস্থান, আইনি পরিস্থিতি ও আর্থিক সহায়তার বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। সংলাপে ইন্ডাস্ট্রিয়াল বাংলাদেশ কাউন্সিলের মহাসচিব বাবুল আক্তার বলেন, বাংলাদেশের আইনে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণের পরিমাণ খুবই কম। তার পরও বিভিন্ন উৎস থেকে শ্রমিকরা আর্থিক সাহায্য পেয়েছেন। কিন্তু সেটা ক্ষতিপূরণ নয়। যাদের কাছ থেকে আইনগতভাবে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার কথা, তাদের কাছ থেকে শ্রমিকরা ক্ষতিপূরণ পাননি। সরকার তাদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করে শ্রমিকদের দিতে ব্যর্থ হয়েছে। তিনি বলেন, নিহত শ্রমিকরা বেঁচে গেছেন। আর যারা আহত হয়েছেন, তাদের প্রতিদিনই যন্ত্রণার মধ্যে থাকতে হয়। আহতদের চিকিৎসা নেয়ার জন্য প্রতিদিনই ছোটাছুটি করতে হয়। এর ফলে অন্য পেশায়ও যাওয়ার সুযোগ হয় না। সরকারের উচিত, যারা আহত হয়েছেন তাদের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

মানবাধিকার কর্মী ব্যারিস্টার সারাহ হোসেন বলেন, ক্ষতিপূরণ অধিকার, নাকি ক্ষতির পূরণ– সেটি নিয়ে আইনি আলোচনা চলছে। এ ছাড়া এমন ঘটনায় দায়ী কারা– মালিক, নাকি স্থানীয় প্রশাসন, নাকি ব্র্যান্ডগুলো– সেটিও আলোচনায় আসছে। তিনি বলেন, শুধু গার্মেন্ট শ্রমিক নয়, সব শ্রমিকের জন্য ব্যবস্থা রাখতে হবে। শ্রমিকদের জন্য বীমাব্যবস্থা এবং লেবার ওয়েলফেয়ার ফান্ড থাকা উচিত।

প্রতিবেদনে সিপিডির অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক খোন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পর ৩ হাজার ৬৩২টি কারখানা পরিদর্শন করা হয়েছে। তবে এখনও একটি বড় অংশ পরিদর্শনের বাইরে রয়েছে। এর সংখ্যা ৯০৯টি। সংলাপে উপস্থিত শ্রমিক নেতারা বরাবরের মতোই পোশাক খাতে ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার দাবি জানান। তারা দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের এ যাবৎকালে যতটা অর্থ সহযোগিতা দেয়া হয়েছে, তার পুরোটাই কোনো না কোনো ক্রেতা গোষ্ঠী বা সংস্থার অনুদান বা সাহায্য। প্রকৃত অর্থে এখন পর্যন্ত কোনো ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়নি। এই ক্ষতিপূরণ কার কাছ থেকে কীভাবে আদায় করা হবে তার একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা চান তারা। একই সঙ্গে রানা প্লাজাসহ গার্মেন্ট খাতে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনায় আহতদের সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত সুচিকিৎসা ও যারা সুস্থ হয়ে উঠেছেন তাদের কর্মসংস্থানের দাবি জানান তারা। উল্লেখ্য, ২০১৩ সালের ২৪শে এপ্রিল সকালে ধসে পড়ে সাভারের রানা প্লাজা; সেখানে ৫টি পোশাক কারখানা ছিল। এতে অন্তত ১ হাজার ১৩৫ জন নিহত হন। এ ঘটনাটি সারা বিশ্বে ভবন ধসে সবচেয়ে বড় প্রাণহানির ঘটনা।

নয়া দিগন্ত
Date: 24-04-2016 Page: 3 Col: 5-7 Size12 Col*Inc

গার্মেন্টে শ্রমিকের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করার দাবি সিপিডির

● অর্থনৈতিক প্রতিবেদক

দেশের সম্ভাবনাময় তৈরী পোশাক শিল্প খাতে উৎপাদন ব্যবস্থা ও মালিকানায় শ্রমিকদের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়ে সেন্ট্রার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক রেহমান সোবহান বলেছেন, টেকসই শিল্পোৎপাদন নিশ্চিত করতে হলে কারখানার লাখো শ্রমিকের অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

গতকাল শনিবার রাজধানীর মহাখালীতে ব্র্যাক ইন সেন্টারে রানা প্লাজা ট্র্যাজেডির তিন বছরের প্রেক্ষাপটে সিপিডির পঞ্চম প্রতিবেদন প্রকাশ ও রি-ইমার্জিং ফ্রম দ্য রানা প্লাজা ট্র্যাজেডি : অ্যান অ্যাকাউন্ট অন দ্য থার্ড অ্যানিভার্সারি' শীর্ষক সংলাপে এ আহ্বান জানান তিনি।

রানা প্লাজা ট্র্যাজেডির মতো দুর্ঘটনা বন্ধ করতে হলে তিনটি বিষয়ে আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে জানিয়ে রেহমান সোবহান বলেন, প্রথমত. উৎপাদনব্যবস্থাসহ কারখানার চার পাশের পরিবেশের নজরদারি জোরদার করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সরকারের যে পর্যবেক্ষেণ দুর্বলতা আছে তা থেকে উত্তোরণ ঘটাতে হবে। তা না হলে এ ধরনের দুর্ঘটনা বন্ধ হবে না। দ্বিতীয় উৎপাদনব্যবস্থায় শ্রমিকদের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে হবে। সম্ভব হলে শ্রমিকদের মালিকানায় অংশীদারিত্ব করতে হবে। তৃতীয়ত. বৈশ্বিক অর্থনীতির ব্যবস্থায় গুরুত্ব দিয়ে পণ্যের মূল্য সমন্বয় করতে হবে। বর্তমানে বাংলাদেশের পোশাক কারখানা থেকে ৫ ডলারের কেনা একটি পণ্য ২৫ ডলারে বিক্রি হচ্ছে জানিয়ে তিনি বলেন, এর মাঝের ২০ ডলার যাচ্ছে কোথায়, তার সমাধান করতে হবে। তা না হলে এ ধরনের সমস্যার সমাধান হবে না।

ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মার্সিয়া স্টিফেন ব্লুম বার্নিকাট, সিপিডির সম্মানীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, নির্বাহী পরিচালক প্রফেসর মুস্তাফিজুর রহমান, অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম, ব্যারিস্টার সারাহ হোসেন, সংসদ সদস্য ইসরাফিল আলম, শ্রমসচিব মিকাইল শিপার ও শ্রমিক নেতারা বক্তৃতা করেন। নেদারল্যান্ডস, ফ্রান্স, স্পেন, সুইডেন, নরওয়ের রাষ্ট্রদূতসহ আইএলও, অ্যাকর্ড, অ্যালায়েন্স প্রতিনিধিরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনায় অংশ নিয়ে বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত মার্সিয়া স্টিফেন ব্লুম বার্নিকাট বলেন, সস্তা শ্রম নয়, শ্রমিকদের কাজের নৈপুণ্যে যে পোশাক তৈরি হচ্ছে, বিশ্বব্যাপী তার জনপ্রিয়তার ● ১৩ পৃ: ২-এর কলামে

গার্মেন্টে শ্রমিকের অংশীদারিত্ব

৩য় পৃষ্ঠার পর

কারণেই তৈরী পোশাক খাতের বিস্তার হয়েছে। যে কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘ সময় বাংলাদেশের সঙ্গে আছে এবং আগামীতেও থাকবে। কারখানা পরিদর্শনে আসা ক্রেতাদের দু'টি সংগঠন অ্যাকোর্ড ও অ্যালায়েন্স বাংলাদেশে কতদিন তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করবে এমন তর্কে নিজ দেশের অবস্থান তুলে ধরে বার্নিকাট বলেন, অ্যাকোর্ড ও অ্যালায়েন্সের অবদান প্রথম দিকে বোঝা না গেলেও, এখন এটার ফল পাওয়া যাচ্ছে। কারণ তারা গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাজ করেছে। রানা প্লাজা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, রানা প্লাজার মতো একটি খারাপ ঘটনা পুরো খাতকে কলঙ্কিত করে। কিন্তু এর পরও তো অনেক ভালো কারখানা রয়েছে।

মূল প্রবন্ধে সিপিডির অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম উল্লেখ করেন, রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পর তিন বছর পার হয়ে গেলেও এর আইনি উদ্যোগগুলোর কোনোটির প্রাথমিক নিষ্পন্ন হয়নি। এ দুর্ঘটনার পর অ্যাকর্ড, অ্যালায়েন্স আর ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যানের উদ্যোগের পরেও প্রায় ৯০০ তৈরী পোশাক কারখানা পরিদর্শনের বাইরে রয়ে গেছে। সংস্কারের জন্য গড়ে প্রতিটি কারখানায় আড়াই কোটি টাকা ব্যয় করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সে পরিমাণ ব্যয় করা সম্ভব হয়নি।

তিনি আরো উল্লেখ করেন, রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পর থেকে গত বছর পর্যন্ত সাড়ে তিন শতাধিক নিহত শ্রমিক নিখোঁজ ছিলেন। গত এক বছরে আর কিছু শ্রমিকের পরিচয় নিশ্চিত করা গেছে। তবে এখনো ৫৫ জন শ্রমিক নিখোঁজ রয়েছে। আর এসব নিখোঁজ শ্রমিকের পরিবারের সদস্যরা ক্ষতিপূরণ হিসেবে কিছুই পায়নি। এ ছাড়া তিন বছর পর রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় আহত শ্রমিকদের চিকিৎসাব্যবস্থাও ভেঙে পড়েছে। এখন আর তাদের চিকিৎসার খবর কেউ নেয় না। এমনকি রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পর সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, কিন্তু এগুলোতে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। এসব উদ্যোগকে কিভাবে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া যায় সে চেষ্টা করতে হবে।

সিপিডির সম্মানীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, গত তিন বছরে হালনাগাদ তথ্য নিয়ে এবারের প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। প্রতিবেদনে পাঁচটি বিষয়কে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। নিখোঁজ শ্রমিক, আহত শ্রমিকদের চিকিৎসা, পুনঃকর্মসংস্থান, আইনি পরিস্থিতি ও আর্থিক সহায়তার বিষয় তুলে ধরা হয়েছে।

আলোচনায় অংশ নিয়ে ব্যারিস্টার সারা হোসেন বলেন, তিন বছর পার হয়ে গেলেও রানা প্লাজা নিয়ে কিছু আইনি বিষয়ে নিষ্পন্ন হয়নি। এটি ক্ষতিপূরণ না তাদের যোগ্য পাওনা সেটির সুরাহা হয়নি। তিনি আরো বলেন, রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পর তৈরী পোশাক শিল্পের নিরাপত্তায় অনেক উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ ধরনের উদ্যোগ অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রে নেয়ার আহ্বান জানান তিনি।

বিজিএমইএর সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ফারুক হাসান বলেন, আমরা কারখানা নিরাপত্তার বিষয়ে অনেক কঠোর হয়েছি। নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কোনো ছাড় নেই। অনেকেই নতুন কমপ্লায়েন্স ভবনে কারখানা সরিয়ে নিচ্ছে কিন্তু এ ক্ষেত্রে গ্যাস না পাওয়ায় বড় সমস্যা বলে তিনি উল্লেখ করেন। নতুন কারখানার অনুমতি দেয়ার ক্ষেত্রে আমরা শ্রমিক নিরাপত্তার বিষয়টিকে সবচেয়ে গুরুত্ব দিচ্ছি।

২০১৮ সালের পর বাংলাদেশে অ্যাকর্ড-অ্যালায়েন্সের থাকা না থাকা বিষয়ে সুইডিশ রাষ্ট্রদূত বলেন, অ্যাকর্ড-অ্যালায়েন্স বাংলাদেশে কত দিন থাকবে সেটি নির্ভর করছে বায়ারদের মর্জির ওপর। ক্রেতারা যত দিন মনে করবে বাংলাদেশে পোশাক কারখানার মান উন্নয়নে অ্যাকর্ড-অ্যালায়েন্সের থাকা দরকার তত দিন থাকবে।

শ্রম আইনের বিধিমালাকে 'বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইনের ২০১৩' সঙ্গে সাংঘর্ষিক মন্তব্য করেছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ইসরাফিল আলম। এ বিধিমালায় মালিকদের স্বার্থ রক্ষা করা হয়েছে বলেও অভিযোগ করে তিনি বলেন, আপনারা হয়তো সবাই জানেন, তারপরেও বিষয়টা বলা উচিত : আমরা চার মাসের মধ্যে মন্ত্রিসভায় পাস করা শ্রম আইনের ৭৩ ধারায় সংশোধন করেছিলাম। ব্যাপক আলচনার মধ্যদিয়ে নয়টি নতুন ধারা সংযোজন করেছিলাম। কেন করেছিলাম? মালিক, শ্রমিক, আন্তর্জাতিক ফোরাম ও আইএলওসহ সবার কাছে গ্রহণযোগ্য করার জন্য। কিন্তু সেটা করা যায়নি।

NEW AGE
Date24-04-2016 Page 13, Col 2-6 Size: 55 Col*Inc

CPD STUDY ON RANA PLAZA

RMG workplaces improve, but at a slow pace

Staff Correspondent

Centre for Policy Dialogue distinguished fellow Debapriya Bhattacharya speaks at a dialogue on 'Re-emerging from the Rana Plaza Tragedy: An Account on the Third Anniversary' at BRAC Centre Inn in Dhaka on Saturday. Economist Rehman Sobhan, labour secretary Mikail Shipar, CPD executive director Mustafizur Rahman and Bangladesh Legal Aid and Services Trust executive director Sara Hossain were present, among others. New Age photo

CENTRE for Policy Dialogue on Saturday said some improvement has been made in the working environment of Bangladesh's readymade garment sector after the Rana Plaza collapse, but the progress is slow.

CPD said the government should take a coordinated and institutionalised approach to increase the pace of this process of improvement so that the country can avoid incidents like Rana Plaza.

In the report of a study on 'post-Rana Plaza development in Bangladesh: towards building a responsible supply chain in the apparels sector,' the independent policy think-tank said the major challenge for developing a responsible supply chain in the RMG sector is the slow preparation of the market players and stakeholders.

CPD released the report at a dialogue on 'Re-emerging from the Rana Plaza Tragedy: An Account on the Third Anniversary' at BRAC Centre Inn in the city.

CPD said the issues of missing workers, treatment, re-employment, and compensation are still dogging the Rana Plaza victims even three years into the world's worst industrial disaster in the RMG sector that took place on April 24, 2013.

CPD distinguished fellow Debapriya Bhattacharya moderated the dialogue chaired by economist Rehman Sobhan.

CPD additional research director Khondaker Golam Moazzem presented the study report in the session.

The study found that the number of missing workers in Rana Plaza collapse has declined in the last three years, but 55 of them remain still missing, although the government claims the number is 10.

'Families did not get support due to lack of proper identification of their missing members,' the report said.

The study found health risks are still a major concern among the survivors in pursuing a normal life, while a good number of them are suffering from psychological disorders and so are unable to carry out normal economic activities.

Debapriya said it is regrettable that the people responsible for the Rana Plaza collapse have not been punished in the last three years.

He said the issues of missing workers, compensation, reemployment, and treatment of survivors should be addressed immediately.

'We are satisfied with the progress in some issues, but there are many unfinished agenda,' Debapriya said.

The CPD study found that immediately after the Rana Plaza collapse, the number of trade union registrations in the readymade garment sector had seen an increase, but the process slowed down drastically, by 72 per cent, in 2015.

As of March 2016, only 10 trade unions have been registered, the report said.

The report observed that the requirement of representation of 30 per cent of the total workers was one of the

Continued on B2 Col. 5

RMG workplaces improve

Continued from B1

major problems for trade union registration.

CPD suggested changing the mindset of the stakeholders to contextualise the ongoing initiative beyond the Rana Plaza issues and to establish a strong linkage between decent working environment and further improving competitiveness of the apparel sector.

It also suggested institutionalising the financial support system for the injured workers in the industrial sector and institutionalisation of the inspection and monitoring process.

Rehman Sobhan said institutional arrangements and policies are needed so that incidents like Rana Plaza don't recur.

The study report expressed concern at the slow pace of factory remediation, saying that a large number of safety problems at the factory buildings remain unaddressed.

Following the Rana Plaza tragedy, initiatives by western buyers and the national initiative have so far inspected 3,632 factories, but more than 900 RMG factories making products for the local market have remained out of the assessment process.

Labour secretary Mikail Shipar said the government has taken a number of initiatives to ensure workplace safety, but challenges are there.

He mentioned shared and rented factory buildings, insufficient technical assistance, lack of continuous monitoring of remediation process, and lack of financing as the challenges in factory remediation.

Srinivas B Reddy, country director of International Labour Organisation, said the factory owners should feel the urgency to carry out the remediation work.

He said the safety inspection of the factories that are not members of the BGMEA or the BKMEA but who manufacture products for the domestic market is also important.

US ambassador Marcia Bernicat said factory remediation will be good for the productivity of the workers.

She urged the government to ensure transparency in trade union registration and to address unfair labour practices.

Bernicat said the US would remain engaged with Bangladesh to ensure occupational safety and good health of workers.

Bangladesh Legal Aid and Services Trust executive director Sara Hossain urged the government to make legal amendments to set the amount of compensation for a worker who dies or is injured in an occupational accident at a reasonable level.

Sramik-Karmachari Oikya Parishad leader Wajed-ul Islam Khan demanded that the Rana Plaza victims should be compensated as per the ILO Convention 121 and that those responsible for the Rana Plaza disaster be punished.

Stocks fall

Continued from B1

'Daily average turnover of the week also declined by 11.5 per cent and fell to Tk 3866.04 million,' it said.

MJL Bangladesh led the turnover chart of the week with its shares worth Tk 107.22 crore changing hands.

ACI Limited, Keya Cosmetics, Jamuna Oil, Doreen Power Generation and Systems, United Power Generation and Distribution Company, The Ibn Sina, Aman Feed, LankaBangla Finance, and Beximco Pharma were the other turnover leaders.

Monno Stafflers gained the most over the week achieving a 29.77 per cent rise in its share prices, while Standard Bank was the worst loser, shedding 18.18 per cent.

The New Nation
Date:24-04-2016 Page:13,Col: 1-3 Size: 25.5 Col*Inc

Progress in RMG working environment slow: CPD

Economic Reporter

Centre for Policy Dialogue (CPD), a civil society think tank, on Saturday said there has been some sort of improvement in the country's RMG sector working environment after the Rana Plaza tragedy, but the progress is slow.

The CPD came up with its observation at a dialogue, titled 'Re-emerging from the Rana Plaza Tragedy: An Account on the Third Anniversary', at the city's Brac Centre Inn.

In his keynote presentation, CPD additional research director Dr Khondaker Golam Moazzem said a major challenge for improving the working environment in the RMG sector is the slow preparation of the market players and stakeholders.

He focused on remediation of RMG factories, freedom of association, changes in governance in the global apparel value chain and some of the unaddressed issues of Rana Plaza victims and their families.

Dr Moazzem said the victims are still worried about some issues-missing workers, medical treatment of the injured workers, re-employment and financial support (compensation).

CPD Distinguished Fellow Dr Debapriya Bhattacharya, who moderated the function, said a better coordinated and institutionalised approach needs to be taken by the government to expedite this development process so that the country can avoid incidents like the Rana Plaza one.

"It's a matter of regret that not a single case in connection with the Rana Plaza tragedy has been disposed of yet even after the three years of the incident," he said.

Presided over by CPD Chairman Prof Rehman Sobhan, the dialogue was addressed, among others, by Md Israfil Alam MP, Labour and Employment Secretary Mikail Shipar, BGMEA Senior Vice President Faruque Hassan, Country Director of ILO Country Office for Bangladesh Srinivas B Reddy US Ambassador to Bangladesh Marcia Stephens Bloom Bernicat, French Ambassador Sophie AUBERT, Dutch Ambassador Leoni Margaretha Cuelenaere, Swedish Ambassador Johan Frisell, Spanish Ambassador Luis Tejada Chacón, noted human rights activist Dr Hameeda Hossain, and Barrister Sara Hossain also spoke on the occasion.

Garment worker leaders and development practitioners, among others, joined the function.

CPD Executive Director Prof Mustafizur Rahman delivered the welcome address.

The News Today
Date: 24-04-2016 Page: 16, Col: 5-8 Size: 24 Col*Inc

CPD distinguished fellow Dr Debapriya Bhattacharya speaking at a dialogue on "Re-emerging from Rana Plaza Tragedy: An Account on the Third Anniversary" at the Brac Centre Inn in the city on Saturday. Photo: News Today

Progress in RMG working environment slow: CPD

Centre for Policy Dialogue (CPD), a civil society think tank, on Saturday said there has been some sort of improvement in the country's RMG sector working environment after the Rana Plaza tragedy, but the progress is slow, reports UNB.

The CPD came up with its observation at a dialogue, titled 'Re-emerging from the Rana Plaza Tragedy: An Account on the Third Anniversary', at the city's Brac Centre Inn.

In his keynote presentation, CPD additional research director Dr Khondaker Golam Moazzem said a major challenge for improving the working environment in the RMG sector is the slow preparation of the market players and stakeholders.

He focused on remediation of RMG factories, freedom of association, changes in governance in the global apparel value chain and some of the unaddressed issues of Rana Plaza victims and their families.

Dr Moazzem said the victims are still worried about some issues-

missing workers, medical treatment of the injured workers, re-employment and financial support (compensation).

Noting that some 55 workers are still missing, he said their families did not get support for lack of proper identification of their missing members.

CPD Distinguished Fellow Dr Debapriya Bhattacharya, who moderated the function, said a better coordinated and institutionalised approach needs to be taken by the government to expedite this development process so that the country can avoid incidents like the Rana Plaza one.

"It's a matter of regret that not a single case in connection with the Rana Plaza tragedy has been disposed of yet even after the three years of the incident," he said.

As part of improving workplace condition, 3,632 RMG factories have so far been inspected in the country, but another 900 are yet to be inspected, he added.

He said changing the mindset of some stakeholders is essential to contextualise the ongoing initiatives beyond 'Rana Plaza' issue, otherwise these move would turn to be 'one shot' event.

Financing the remediation is a major problem, said Dr Debapriya adding that entrepreneurs suggest that one average Tk 2.5 crore is needed for each to complete the remediation measures.

▶ Page 15 Col. 5

Progress

From Page- 16 Col. 8

Entrepreneurs feel there is a need for more sources of low cost financing in this regard, he added.

Presided over by CPD Chairman Prof Rehman Sobhan, the dialogue was addressed, among others, by Md Israfil Alam MP, Labour and Employment Secretary Mikail Shipar, BGMEA Senior Vice President Faruque Hassan.

Country Director of ILO Country Office for Bangladesh Srinivas B Reddy, Rehman Sobhan said three issues should be addressed to avoid the recurrence of tragedy like Rana Plaza in the country.

THE DAILY
PEOPLE'S TIME
we believe in people's reality
Date:24-04-2016 Page: 02, Col:1-5 Size: 26 Col*Inc

CPD lauds RMG safety measures

■ Staff Correspondent

Centre for Policy Dialogue (CPD), a civil society think tank, on Saturday said there has been some sort of improvement in the country's RMG sector working environment after the Rana Plaza tragedy, but the progress is slow. The CPD came up with its observation at a dialogue, titled 'Re-emerging from the Rana Plaza Tragedy: An Account on the Third Anniversary', at the city's Brac Centre Inn. In his keynote presentation, CPD additional research director Dr Khondaker Golam Moazzem said a major challenge for improving the working environment in the RMG sector is the slow preparation of the market players and stakeholders. He focused on remediation of RMG factories, freedom of association, changes in governance in the global apparel value chain and some of the unaddressed issues of Rana Plaza victims and their families. Dr Moazzem said the victims are still worried about some issues -- missing workers, medical treatment of the injured workers, re-employment and financial ▶▶ CONTINUED TO PAGE 2

CPD lauds RMG

▶▶ CONTINUED FROM PAGE 8

support (compensation). CPD Distinguished Fellow Dr Debapriya Bhattacharya, who moderated the function, said a better coordinated and institutionalised approach needs to be taken by the government to expedite this development process so that the country can avoid incidents like the Rana Plaza one.

"It's a matter of regret that not a single case in connection with the Rana Plaza tragedy has been disposed of yet even after the three years of the incident," he said.

Presided over by CPD Chairman Prof Rehman Sobhan, the dialogue was addressed, among others, by Md Israfil Alam MP, Labour and Employment Secretary Mikail Shipar, BGMEA Senior Vice President Faruque Hassan, Country Director of ILO Country Office for Bangladesh Srinivas B Reddy

US Ambassador to Bangladesh Marcia Stephens Bloom Bernicat, French Ambassador Sophie AUBERT, Dutch Ambassador Leoni Margaretha Cuelenaere, Swedish Ambassador Johan Frisell, Spanish Ambassador Luis Tejada Chacón, noted human rights activist Dr Hameeda Hossain, and Barrister Sara Hossain also spoke on the occasion.

Garment worker leaders and development practitioners, among others, joined the function. CPD Executive Director Prof Mustafizur Rahman delivered the welcome address.

সংবাদ
Date: 21-04-16 Page:01 Col:6-8 Size: 35 Col*Inc

রানা প্লাজা ট্র্যাজেডির ৩ বছর

অনিরাপদ একটি কারখানাও পোশাক খাতের জন্য ঝুঁকি

শ্রমিক নিরাপত্তাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার পরামর্শ সিপিডির

সরকারের পর্যবেক্ষণ দুর্বলতা না কাটলে দুর্ঘটনা বন্ধ হবে না

রানা প্লাজার দুর্ঘটনায় আহত ও ক্ষতিগ্রস্তরা গতকাল প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন করে –সংবাদ

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

পোশাক শিল্পসহ সব খাতের শ্রমিকদের নিরাপত্তায় নেয়া বিচ্ছিন্ন সব উদ্যোগকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার পরামর্শ দিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। তারা বলেন, ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণের বিষয়গুলো আইনি কাঠামোয় নিশ্চিত করতে হবে। অ্যাকর্ড-অ্যালায়েন্সের বাইরে থাকা ৯০০ কারখানাসহ অন্যান্য সব খাতের কারখানাগুলোর নিরাপত্তাও নিশ্চিত করতে হবে। অনিরাপদ একটি পোশাক কারখানাও দেশের পোশাক খাতের জন্য ঝুঁকি বলে উল্লেখ করেন তারা। তবে এসব ক্ষেত্রে সরকারের পর্যবেক্ষণ দুর্বলতা কাটাতে না পারলে দুর্ঘটনা বন্ধ করা যাবে না। এছাড়া বিভিন্ন প্রতিবেদনের পরিসংখ্যান তুলে ধরে তারা বলেন, রানা প্লাজা ধসের ঘটনার পর যে সমস্ত পরিবার এখনও ক্ষতিপূরণ পায়নি বা যে শ্রমিক এখনও কোন কাজ পায়নি তাদের যথাযথ ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া দুর্ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে কমপ্লায়েন্স ইস্যুতে কঠোর হতেও পরামর্শ দেন তারা। পোশাক : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

সেদিন যা ঘটেছিল

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

সাভারের রানা প্লাজা ট্র্যাজেডির তিন বছর পূর্ণ হলো আজ। ২০১৩ সালে ২৪ এপ্রিল বিশ্বের ইতিহাসে ভয়াবহতম ভবন ধসের ঘটনা ঘটে। যা বিশ্বের সেদিন : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৬

৪ এর পৃষ্ঠায় আরও খবর

আড়াই বছরে মামলার চার্জশিট এখনও বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়নি
কেমন আছেন রানা প্লাজার বেঁচে যাওয়া শ্রমিকরা

পোশাক : খাতের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

গতকাল রাজধানীর ব্র্যাক ইনে রানা প্লাজা ধসের তিন বছর উপলক্ষে এক সংলাপে বক্তারা এসব পরামর্শ দেন। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) আয়োজিত ও অধ্যাপক রেহমান সোবহানের সভাপতিত্বে সংলাপে অংশ নেন সংসদ সদস্য ইসরাফিল আলম, শ্রমসচিব মিকাইল শিপার, সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. মুস্তাফিজুর রহমান, মার্কিন রাষ্ট্রদূত মার্শা স্টিফেনস ব্লুম বার্নিকাট আইনজীবী, ব্যারিস্টার সারা হোসেন, বিজিএমইএ'র জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি ফারুক হাসানসহ বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত, শ্রমিক সংগঠন ও এনজিও প্রতিনিধিরা। সিপিডির বিশেষ ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের সঞ্চালনায় সংলাপে রানা প্লাজা ট্র্যাজেডি পরবর্তী সিপিডির পঞ্চম প্রতিবেদন 'রি-ইমার্জিং ফ্রম দ্য রানা প্লাজা ট্র্যাজেডি: অ্যান অ্যাকাউন্ট অন দ্য থার্ড অ্যানিভার্সারি' উপস্থাপন করেন সিপিডির অতিরিক্ত পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম।

এতে তিনি, রানা প্লাজা ঘটনার হালনাগাদ তথ্য সম্বলিত প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। প্রতিবেদনে নিখোঁজদের পরিবারের অবস্থা, আইনি প্রক্রিয়া, ক্ষতিপূরণ, পুনরায় নিয়োগ, স্বাস্থ্যসেবা ও আর্থিক সহায়তার তিন বছরের চিত্র তুলে ধরা হয়। গোলাম মোয়াজ্জেম জানান, নিখোঁজ শ্রমিকদের সংখ্যা গত বছরের চেয়ে কিছুটা কমানো সম্ভব হয়েছে। যদিও এখনও ৫৫ জন নিখোঁজ রয়েছেন। একশনএইডের একটি প্রতিবেদনের সূত্র দিয়ে তিনি জানান, আহতদের অবস্থা গত এক বছরে বেশ কিছু অগ্রগতি হয়েছে। ১৩০০ জনের সাক্ষাৎকারে দেখা গেছে ৭৮ দশমিক ৮ শতাংশ শ্রমিকের শারীরিক অবস্থা মোটামুটি ভালো। ২০১৫ সালে যা ছিল ৭০ দশমিক ৬ শতাংশ। এখনো ১৪ দশমিক ৬ শতাংশ শ্রমিক মাথায় ব্যথাসহ বিভিন্ন শারীরিক সমস্যায় ভুগছেন। আহতদের চিকিৎসা সেবা অনেক সীমিত হয়ে আসছে বলেও তিনি জানান।

সিপিডির চেয়ারম্যান অধ্যাপক রেহমান সোবহান এ সময় বলেন, রানা প্লাজা ট্র্যাজেডির মতো দুর্ঘটনা বন্ধ করতে হলে তিনটি বিষয়ের ওপর আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে। প্রথমত, উৎপাদন ব্যবস্থাসহ কারখানার চারপাশের পরিবেশের নজরদারি ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সরকারের যে পর্যবেক্ষণ দুর্বলতা আছে তার উত্তোরণ ঘটাতে হবে। তা না হলে এ ধরনের দুর্ঘটনা বন্ধ হবে না। দ্বিতীয়ত, উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমিকদের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে হবে। সম্ভব হলে শ্রমিকদের মালিকানায় অংশীদারিত্ব করতে হবে। তৃতীয়ত, বৈশ্বিক অর্থনীতির ব্যবস্থায় গুরুত্ব দিয়ে পণ্যের মূল্য সমন্বয় করতে হবে। বর্তমানে বাংলাদেশের পোশাক কারখানা থেকে ৫ ডলারের কেনা একটি পণ্য ২৫ ডলারে বিক্রি হচ্ছে। এর মাঝের ২০ ডলার যাচ্ছে কোথায়, তার সমাধান করতে হবে।

ড. দেবপ্রিয় বলেন, এ পর্যন্ত রানা প্লাজা বিষয়ক মামলাগুলোর কোনটিতেই প্রাথমিক নিষ্পত্তিও আসেনি। যা একটি আক্ষেপ হিসেবে রয়ে যাচ্ছে। নিখোঁজের সংখ্যা কমে ৫৫-তে এসেছে, কিন্তু তাদের পরিবারের সদস্যরা এখনো সহযোগিতা পাচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন। ভবন নির্মাণের নিয়ম পালনে এখনো পিছিয়ে, ৯০০টি প্রতিষ্ঠান এখনো পরিদর্শনের আওতায় আসেনি।

রানা প্লাজা ধস পরবর্তী আইনি কার্যক্রম সম্পর্কে ব্যারিস্টার সারা হোসেন বলেন, ক্ষতিপূরণ অধিকার, নাকি ক্ষতির পূরণ- সেটি নিয়ে আইনি আলোচনা চলছে। এছাড়া এই ক্ষতিপূরণ প্রদানে কার কার দায় রয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। এটি কি শুধু মালিক প্রদান করবে নাকি ভবন অনুমোদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থা ও ব্র্যান্ডগুলোরও এখানে দায় রয়েছে? তিনি বলেন, শুধু গার্মেন্টস শ্রমিক নয়, সব শ্রমিকের জন্য ব্যবস্থা রাখতে হবে। শ্রমিকদের জন্য বিমা ব্যবস্থা এবং লেবার ওয়েলফেয়ার ফান্ড থাকা উচিত।

মার্কিন রাষ্ট্রদূত বার্নিকাট বলেন, দুর্ঘটনার পরে যখন অ্যাকর্ড-অ্যালায়েন্স এসেছে তখন এতো বিষয় ভাবনায় ছিল না। পরে এই ভাবনাগুলো আরো প্রসারিত হয়েছে। নিরাপত্তার হুমকি নিরসনমূলক কাজের পরে উৎপাদন ও মুনাফা বেড়ে যায় বলেও তিনি দাবি করেন। বাংলাদেশে 'সস্তা শ্রমের ওপর এ শিল্প দাঁড়িয়ে আছে' এরকম বক্তব্যের বিরোধিতা করে তিনি বলেন, বাংলাদেশে এই শিল্পের মূল চালিকাশক্তি শ্রমিকদের হাতের নৈপুণ্য ও মালিকদের শতভাগ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন। এ দেশে অনেক ভালো পোশাক কারখানা আছে, কিন্তু কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে মানুষ সেই দুর্ঘটনার কথাই বলবে। ভালো পোশাক কারখানার কথা বলবে না। তাই অনিরাপদ একটি পোশাক কারখানাও দেশের পোশাক খাতের জন্য ঝুঁকি। পোশাক কারখানার সার্বিক মান নিশ্চিত করলে উৎপাদনশীলতা বাড়ে। এটা ব্যবসায়িক দিক দিয়েও লাভজনক এবং তা পরিসংখ্যানগতভাবে প্রমাণিত।

শ্রমিক নেতা শুকুর মাহমুদ বলেন, ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার চাই আমরা। ট্রেড ইউনিয়ন থাকলে এরকম অনেক সমস্যার সমাধান করা যেতো। তিনি অবিলম্বে দায়ীদের শাস্তি দাবি করেন। আরেক শ্রমিক নেতা ইন্ডাস্ট্রি অল বাংলাদেশ কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক বাবুল আখতার বলেন, শ্রমিকদের নিরাপত্তায় যেসব উদ্যোগ নেয়া হয়েছে তার ধারাবাহিকতা চাই। আহত ও নিহত শ্রমিকদের সারাজীবন যেন চিকিৎসা সহায়তা দেয়া হয়, এটি সরকার ও বিজিএমইএকে নিশ্চিত করতে হবে। জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক লীগের সভাপতি সিরাজুল ইসলাম রনি বলেন, ক্ষতিপূরণের বিষয়টি অবিলম্বে ডিফাইন করা হোক। এছাড়া ভবন ধসের সঙ্গে জড়িতদের বিচার ত্বরান্বিত করার দাবি জানান তিনি।

দৈনিক সংগ্রাম
Date:24-04-2016 Page 01,Col 7-8 Size: 48 Col* Inc

গতকাল শনিবার ব্র্যাক সেন্টারে সিপিডির ডায়ালগে বক্তব্য রাখেন রেহমান সোবহান —সংগ্রাম

তৃতীয় বার্ষিকীর প্রাক্কালে সিপিডি'র সংলাপ

রানা প্লাজা ট্রাজেডির জন্য দায়ীদের বিচার ট্রাইব্যুনালে করতে হবে ॥ নিখোঁজ ৫৫ শ্রমিকের পরিবার পায়নি কোনো ক্ষতিপূরণ

* এখনো ৯০০ কারখানা পরিদর্শন করা হয়নি

স্টাফ রিপোর্টার : বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) আয়োজিত এক সংলাপ অনুষ্ঠানে আইন প্রণেতা, গবেষক, অর্থনীতিবিদ, মানবাধিকার কর্মী ও শ্রমিক নেতৃবৃন্দ বলেছেন, রানা প্লাজা ট্র্যাজেডির তিন বছর পার হলেও এ ঘটনার বিচার শেষ হয়নি। মানবসৃষ্ট এ দুর্যোগের জন্য দায়ীদের বিচার বিশেষ ট্রাইব্যুনালে করতে হবে। নিখোঁজ ৫৫ শ্রমিকের পরিবার পায়নি কোনো ক্ষতিপূরণ। রফতানিনির্ভর কারখানার বাইরে জাতীয় শিল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত ভবন ও শ্রমিকদের নিরাপত্তার কথা ভাবতে হবে। তারা আরো বলেন, এখনো ৯০০ কারখানা পরিদর্শন করা হয়নি। বিশেষ কোম্পানি থেকে করখানার জন্য নিরাপত্তা যন্ত্রাংশ কিনতে মালিক পক্ষকে চাপ দিচ্ছে তৈরি পোশাক ক্রেতাদের আন্তর্জাতিক প্লাটফর্ম 'একর্ড'। এছাড়া মালিক স্বার্থ সংরক্ষণকারী শ্রম আইন বিধিমালা সংশোধনেরও দাবি তুলেন কেউ কেউ।

রানা প্লাজা ট্র্যাজেডির তৃতীয় বার্ষিকীর প্রাক্কালে গতকাল শনিবার 'রি ইমার্জিং ফ্রম রানা প্লাজা ট্র্যাজেডি : এন একাউন্ট অন দ্য থার্ড এনিভারসারি' শীর্ষক এক সংলাপে তারা এসব কথা বলেন। ২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল সকালে ধসে পড়ে এক যুবলীগ নেতার মালিকানাধীন সাভারের রানা প্লাজা, সেখানে পাঁচটি পোশাক কারখানা ছিল। এতে অন্তত ১ হাজার ১৩৫ জন নিহত হন। এ ঘটনাটি সারা বিশ্বে ভবন ধসের সবচেয়ে বড় প্রাণহানির ঘটনা। মহাখালীর ব্র্যাক সেন্টারে অনুষ্ঠিত এই সংলাপে সভাপতিত্ব করেন সিপিডি'র চেয়ারম্যান বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. রেহমান সোবহান। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মিকাঈল শিপার। মূল প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন সিপিডির অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক ড. খোন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম। অনুষ্ঠানের সম্মানিত অতিথি ছিলেন আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) কান্ট্রি ডিরেক্টর মি. শ্রীনিবাস বি রেড্ডি। প্যানেল আলোচক ছিলেন ব্যারিস্টার সারা হোসেন, এনসিসিডব্লিউ চেয়ারপার্সন শুক্কুর মাহমুদ ও ইন্ডাস্ট্রিঅল বাংলাদেশ এর সেক্রেটারি জেনারেল মো. বাবুল আকতার। *(২-এর পৃষ্ঠার ৭ কলাম)*

পরিবার পায়নি কোনো ক্ষতিপূরণ

(১-এর পৃঃ ৮ এর কঃ পর)

সিপিডি'র সম্মানীয় ফেলো অর্থনীতিবিদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের সঞ্চালনায় এতে আরো আলোচনায় অংশ নেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ইসরাফিল আলম, বাংলাদেশ তৈরি পোশাক উৎপাদনকারী ও রফতানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএ'র সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ফারুক হাসান, সাবেক পরিচালক আরশাদ জামাল দীপু, ঢাকাস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিস মার্শিয়া স্টিফেন্স ব্লুম বার্নিকাট, নেদারল্যান্ডসের রাষ্ট্রদূত মিস লিওনি মার্গারেথ কিউলিনোয়া, সুইডিশ রাষ্ট্রদূত মি. জোহান ফ্রিজেল, ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত মিস সোফি অবার্ট, ইউএনউইমেন'র বাংলাদেশ প্রধান মিস ক্রিশ্চিয়ানো, বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী ড. হামিদা হোসেন, 'একর্ড' বাংলাদেশ অপারেশন্স এর নির্বাহী পরিচালক মি. রব ওয়েস, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের জেনারেল সেক্রেটারি ডা. ওয়াজেদুল ইসলাম খান, বাংলাদেশ এমপ্লইয়ার্স ইউনিয়নের চেয়ারম্যান গোলাম মঈনুদ্দিন, শ্রমিক নেতা সিরাজুল ইসলাম রনি, গার্মেন্টস শ্রমিক নেত্রী শামীমা নাসরিন, কল্পনা আক্তার, মহিলা পরিষদের সাভার অঞ্চলের সাবেক আন্দোলন সম্পাদিকা নাসরিন আহমেদ, নারী নেত্রী রোকেয়া বেবী প্রমুখ।

শ্রম সচিব মিকাঈল শিপার বলেন, বর্তমানে মালিক-শ্রমিক সুসম্পর্ক গড়ে তোলা ও ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা তৈরি পোশাক খাতের জন্য চ্যালেঞ্জ। রানা প্লাজার ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের সরকার ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনেরা ২৩১ কোটি টাকা দিয়েছে। ত্রিপক্ষীয় জাতীয় প্ল্যান অব একশন নেয়া হয়েছে।

সিপিডি চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. রেহমান সোবহান তৈরি পোশাক খাতে উৎপাদন ব্যবস্থা ও মালিকানায় শ্রমিকদের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, রানা প্লাজা ট্র্যাজেডির মতো দুর্ঘটনা বন্ধ করতে হলে তিনটি বিষয়ের উপর আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে। প্রথমত, উৎপাদন ব্যবস্থাসহ কারখানার চারপাশের পরিবেশের নজরদারী জোরদার করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সরকারের যে পর্যবেক্ষণ দুর্বলতা আছে তা থেকে উত্তরণ ঘটাতে হবে। তা না হলে এ ধরনের দুর্ঘটনা বন্ধ হবে না। দ্বিতীয়, উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমিকদের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে হবে। সম্ভব হলে শ্রমিকদের মালিকানায় অংশীদারিত্ব করতে হবে। তৃতীয়ত বৈশ্বিক অর্থনীতির ব্যবস্থায় গুরুত্ব দিয়ে পণ্যের মূল্য সমন্বয় করতে হবে। বর্তমানে বাংলাদেশের পোশাক কারখানা থেকে ৫ ডলারের কেনা একটি পণ্য ২৫ ডলারে বিক্রি হচ্ছে। এর মাঝের ২০ ডলার যাচ্ছে কোথায়, তার সমাধান করতে হবে। তা না হলে এ ধরনের সমস্যা সমাধান হবে না।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ইসরাফিল আলম শ্রমআইনের বিধিমালাকে 'বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইনের ২০১৩' সঙ্গে সাংঘর্ষিক বলে মন্তব্য করেছেন। এ বিধিমালায় মালিকদের স্বার্থ রক্ষা করা হয়েছে বলেও অভিযোগ তার। তিনি বলেন, আমরা চার মাসের মধ্যে মন্ত্রিসভায় পাস করা শ্রম আইনের ৭৩ ধারায় সংশোধন করেছিলাম। ব্যাপক আলাচনার মধ্য দিয়ে নয়টি নতুন ধারা সংযোজন করেছিলাম। কেন করেছিলাম? মালিক, শ্রমিক, আন্তর্জাতিক ফোরাম এবং আইএওসহ সবার কাছে গ্রহণযোগ্য করার জন্য।

ইসরাফিল বলেন, যেসব বিষয় সংশোধন করা হয়েছে তা সাধারণ শুনানির মাধ্যমে ঠিক করেছিলাম। সেই আইন অনেক সুন্দর আইন ছিল। এর তিন বছর পর যে বিধিমালাটা করা হয়েছে, সেই বিধিমালা সংগ্রহ করে পড়ে দেখলাম- বিধিমালাটি আমাদের মূল আইনের ক্যারেকটারকে (চরিত্র) চ্যালেঞ্জ করেছে। মূল আইনের কোনো কোনো জায়গায় সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে ফেলেছে। এ বিধিমালাটি সংশোধনের দাবি রাখে। হয় আইন সংশোধন করতে হবে। নতুবা বিধিমালা সংশোধন করতে হবে।

উল্লেখ্য, ২০১৩ সালের ১৫ জুলাই সংসদে পাস হয় বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইনের ২০১৩। গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে নতুন শ্রমআইনের বিধিমালা গেজেট (প্রজ্ঞাপন) আকারে প্রকাশ করা হয়।

রানা প্লাজা ট্র্যাজেডি প্রসঙ্গে মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিস মার্শিয়া বার্নিকাট বলেন, রানা প্লাজার মতো একটি খারাপ ঘটনা পুরো খাতকে কলঙ্কিত করে। কিন্তু এর পরও তো এদেশে অনেক ভালো কারখানা রয়েছে। তাই অনিরাপদ একটি পোশাক কারখানাও দেশের পোশাক খাতের জন্য ঝুঁকি। তিনি বলেন, পোশাক কারখানার সার্বিক মান নিশ্চিত করলে উৎপাদনশীলতা বাড়ে। এটা ব্যবসায়িক দিক' দিয়েও লাভজনক এবং তা পরিসংখ্যানগতভাবে প্রমাণিত।

বাংলাদেশের পোশাক খাতের উন্নয়নে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের পাশে থাকবে বলে উল্লেখ করে মার্কিন রাষ্ট্রদূত বলেন, কারখানা সংস্কার ও কর্মপরিবেশের উন্নয়নে বাংলাদেশ নেতৃত্ব পর্যায়ে আছে। আশা করি, বাংলাদেশ এটা ধরে রাখতে পারবে এবং প্রতিযোগিতায় সক্ষম থাকবে। তিনি বলেন, সস্তা শ্রম নয়, শ্রমিকদের কাজের নৈপুণ্যে যে পোশাক তৈরি হচ্ছে, বিশ্বব্যাপী সেটার জনপ্রিয়তার কারণেই তৈরি পোশাক খাতের বিস্তার হয়েছে। যে কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘ সময় বাংলাদেশের সঙ্গে আছে এবং থাকবে।

কারখানা পরিদর্শনে আসা ক্রেতাদের দুটি সংগঠন 'একর্ড' এবং 'এলায়েন্স' বাংলাদেশে কতদিন তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করবে এমন তর্কে নিজ দেশের অবস্থান তুলে ধরে বার্নিকাট বলেন, 'একর্ড', 'এলায়েন্সের' অবদান প্রথম দিকে বোঝা না গেলেও, এখন এটার ফল পাওয়া যাচ্ছে। কারণ, তারা গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাজ করেছে।

নেদারল্যান্ডসের রাষ্ট্রদূত মিস লিওনি মার্গারেথ কিউলিনোয়া বলেন, পৃথিবীর সবচেয়ে আদর্শিক ও ভালো কারখানাগুলোর বেশ কয়েকটি বাংলাদেশে অবস্থিত। তবে বিশ্বব্যাপী এটির খুব একটা প্রচারণা নেই। রানা প্লাজার দুর্ঘটনার পর সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে।

ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত সোফি আবরেত বলেন, শুধু রফতানি নির্ভর পোশাক কারখানার ভবন ও কর্মীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করলেই হবে না। জাতীয় শিল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত ভবন ও শ্রমিকদের ব্যাপারেও নজর দিতে হবে। তাহলেই বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতি আরো বেগবান হবে। এজন্য 'একর্ড'ও ভূমিকা রাখতে পারে।

সংলাপে উপস্থাপিত রানা প্লাজা ট্র্যাজেডির উপর তৈরি করা পঞ্চম গবেষণা প্রতিবেদনে সিপিডির অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক ড. খোন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পর ৩ হাজার ৬৩২টি কারখানা পরিদর্শন করা হয়েছে। তবে এখনো একটি বড় অংশ পরিদর্শনের বাইরে রয়েছে। এর সংখ্যা ৯০৯টি।

সিপিডির সম্মানীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, গত তিন বছরে হালনাগাদ তথ্য নিয়ে এবারের প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। প্রতিবেদনে ৫টি বিষয়কে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। নিখোঁজ শ্রমিক, আহত শ্রমিকদের চিকিৎসা, পুনঃকর্মসংস্থান, আইনি পরিস্থিতি ও আর্থিক সহায়তার বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত রানা প্লাজা ঘটনার মামলার নিষ্পত্তি হয়নি। যা একটি আক্ষেপ হিসেবে রয়ে যাচ্ছে। নিখোঁজ হওয়া শ্রমিকদের সংখ্যা কমে ৫৫-তে এসেছে, কিন্তু তাদের পরিবারের সদস্যরা এখনো সহযোগিতা পাচ্ছে না।

উপস্থিত শ্রমিক নেতারা বরাবরের মতই পোশাক খাতে ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার দাবি জানান। তারা দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের এ যাবতকালে যতটা অর্থ সহযোগিতা দেয়া হয়েছে তার পুরোটাই কোনো না কোনো ক্রেতা গোষ্ঠী বা সংস্থার অনুদান বা সাহায্য। প্রকৃত অর্থে এখন পর্যন্ত কোন ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়নি। এই ক্ষতিপূরণ কার কাছ থেকে কিভাবে আদায় করা হবে তার একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা চান তারা। দায়ীদের ট্রাইব্যুনালে বিচারসহ একইসঙ্গে রানা প্লাজাসহ গার্মেন্টস খাতে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনায় আহতদের সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত সুচিকিৎসা ও যারা সুস্থ হয়ে উঠেছে তাদের কর্মসংস্থানের দাবি জানান তারা।

সংলাপে এক পোশাক কারখানা মালিক আরশাদ জামাল দীপু অভিযোগ করে বলেন, গার্মেন্টসের ইটিপি স্থাপনে কারিগরি দিক দেখা ও বিশেষ কোম্পানি থেকে যন্ত্রাংশ কিনতে চাপ দেয়া হচ্ছে একর্ডের পক্ষ থেকে।

তবে, অনুষ্ঠানে উপস্থিত একর্ড বাংলাদেশের প্রধান রব ওয়েস এ অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, আমরা নিয়ম-নীতি মেনেই শুধু তথ্য আদান-প্রদান করছি। যদি কোন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে এ ধরনের কোন অভিযোগ থেকে থাকে তা আমাদের জানালে আমরা তদন্ত করে ব্যবস্থা নিব।

ড. হামিদা হাসান বলেন, রানা প্লাজার মতো ঘটনার জন্য তিনটি কারণ দায়ী। এগুলো হলো দুর্নীতি, রাজনৈতিক চাপ ও পর্যাপ্ত মনিটরিংয়ের অভাব। এখানে আমাদের আদালত বড় ভূমিকা রাখতে পারে।

উপস্থিত শ্রমিক নেতারা বরাবরের মতোই পোশাক খাতে ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার দাবি জানান। তারা দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের এ যাবতকালে যতটা অর্থসহযোগিতা দেয়া হয়েছে তার পুরোটাই কোনো না কোনো ক্রেতা গোষ্ঠী বা সংস্থার অনুদান বা সাহায্য। প্রকৃত অর্থে এখন পর্যন্ত কোন ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়নি। এই ক্ষতিপূরণ কার কাছ থেকে কিভাবে আদায় করা হবে তার একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা চান তারা। একইসঙ্গে রানা প্লাজাসহ গার্মেন্টস খাতে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনায় আহতদের সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত সুচিকিৎসা ও যারা সুস্থ হয়ে উঠেছে তাদের কর্মসংস্থানের দাবি জানান তারা।

সমকাল
Date: 24-04-2016 Page: 02, Col: 2-3 Size: 19 Col*Inc

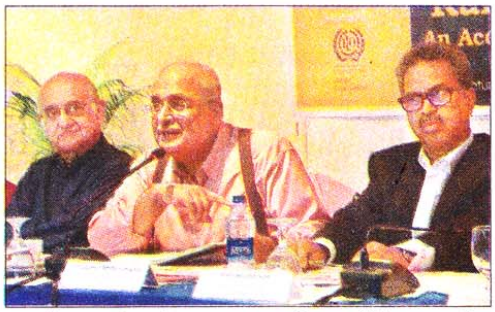

রাজধানীর ব্র্যাক সেন্টারে শনিবার রানা প্লাজা ধসের তিন বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত সংলাপে বক্তব্য রাখেন সিপিডির সম্মানীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য ■ সমকাল

সিপিডির সংলাপ

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে খুঁজতে হবে পোশাক খাতের সংকট

■ সমকাল প্রতিবেদক

বাংলাদেশের পোশাক খাতের সংকট কেবল দেশের মধ্যে খুঁজলেই হবে না। এর বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট খুঁজতে হবে। কারণ, ২৫ ডলারের পোশাক ৫ ডলারে কিনতে চাইলে সরবরাহ কাঠামোতে চাপ পড়বেই। কম মুনাফার চাপ সামাল দিতে কারখানার মালিকরা শ্রমিকের নিরাপত্তার বিষয়টি উপেক্ষা করেন। রানা প্লাজা ধসের তিন বছর পূর্তি উপলক্ষে বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সিপিডির এক সংলাপে এসব কথা বলেছেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক রেহমান সোবহান।

সংলাপে ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মার্শা স্টিফেন্স ব্লুম বার্নিকাট বলেন, বাংলাদেশে এখন ইউরোপ-আমেরিকার মতো বিশ্বমানের পোশাক কারখানা রয়েছে। তবে একটি মাত্র কারখানার দুর্বলতার দায় গোটা খাতকেই নিতে হয়। তিনি বলেন, নিরাপদ উৎপাদন পরিবেশ মুনাফার জন্যও ভালো। তবে শ্রমিকের কণ্ঠস্বর ছাড়া কিছু সম্ভব নয়। ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৭

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে খুঁজতে হবে

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

শ্রমিককে তার অধিকার দিতে হবে।

'ফিরে দেখা : রানা প্লাজা ট্র্যাজেডি' শীর্ষক সংলাপ গতকাল রাজধানীর ব্র্যাক সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। সংলাপ সঞ্চালনা করেন সিপিডির সম্মানীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত, দাতা সংস্থা, সরকার-মালিক-শ্রমিক প্রতিনিধিরা এতে অংশ নেন। সংলাপে 'রানা প্লাজা পরবর্তী বাংলাদেশের উন্নয়ন : পোশাক খাতে দায়িত্বশীল সরবরাহ কাঠামো'– এ বিষয়ে সিপিডির গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ তুলে ধরে ড. দেবপ্রিয় বলেন, ক্ষতিপূরণ, নিখোঁজ শ্রমিক শনাক্ত করা, আহতদের চিকিৎসা, আহতদের পুনঃনিয়োগের মতো বিষয়গুলো এখনও অবহেলিত। তবে গত বছরের তুলনায় নিখোঁজের সংখ্যা কমে এখন ৫৫-তে নেমে এসেছে। ভবন সংস্কারেও পিছিয়ে অনেক কারখানা। এখনও ৯০০ কারখানা সংস্কারের আওতার বাইরে। তিনি বলেন, রানা প্লাজা বিশ্বের জন্য প্রেরণা অথবা আক্ষেপের জায়গা।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) সহায়তায় পরিচালিত গবেষণার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন সিপিডির অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম। এতে বলা হয়, প্রাথমিক পরিদর্শনের পর ৫৮ শতাংশ সংস্কার শেষ হয়েছে। তবে সংস্কার সমহারে হয়নি। কম ব্যয়ের সংস্কারকাজই বেশি হয়েছে। শ্রমিক ইউনিয়ন নিবন্ধনের হার অস্বাভাবিকভাবে ৭২ শতাংশ কমেছে। চলতি বছরের এ পর্যন্ত মাত্র ১০টির নিবন্ধন দেওয়া হয়েছে। প্রতিবেদনের সুপারিশ অংশে বলা হয়, সংস্কার অর্থায়নে এখনও চার কোটি ৪৮ লাখ ডলারের ঘাটতি আছে। উন্নয়ন অংশীদাররা এতে সহায়তা করতে পারেন। বিজিএমইএ এবং বিকেএমইএর সদস্য নয় এমন ৯০৯টি কারখানাকে সংস্কারের আওতায় আনার প্রস্তাব করা হয়।

সংলাপে অংশ নিয়ে ব্যারিস্টার সারা হোসেন বলেন, ক্ষতিপূরণের বিষয়টি এখনও আদালতের মাধ্যমে নিষ্পন্ন হয়নি। বিদেশি ক্রেতাদেরও জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে। নেদারল্যান্ডসের রাষ্ট্রদূত মার্টিন ভ্যান বলেন, রানা প্লাজা ধসের পর পোশাক খাতে যে সংস্কার উন্নয়ন হয়েছে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তা প্রতিফলিত হয়নি। সুইডেনের রাষ্ট্রদূত জোহান ফ্রিসেল বলেন, ভোক্তাদের চাহিদার স্বার্থেই অ্যাকর্ড এবং অ্যালায়েন্স এ দেশে কাজ করছে। আইনি কাঠামোর আওতায় পরিবেশসম্মত উৎপাদনে কোনো রকম হস্তক্ষেপ থাকা উচিত নয়। অন্যদের মধ্যে আলোচনায় অংশ নেন শ্রম সচিব মিকাইল শিপার, সাংসদ ইসরাফিল আলম, মানবাধিকার কর্মী হামিদা হোসেন প্রমুখ। পোশাক খাতের শ্রমিক নেতারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

সকালের খবর
Date:24-04-2016 Page: 12, Col 6-7 Size: 38 Col*Inc

ম্যালেরিয়ার ঝুঁকিতে দেশের এক কোটি ৩২ লাখ ৫০ হাজার মানুষ

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ১ কোটি ৩২ লাখ ৫০ হাজার মানুষ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। এই ঝুঁকিপূর্ণ মানুষদের সবারই বসবাস দেশের ১৩ জেলার ৭১টি উপজেলায়। প্রতিবছর ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত এবং মৃত্যুর প্রায় ৯৮ ভাগ ঘটনাই এই ১৩ জেলায় ঘটে থাকে। এর মধ্যে মোট ম্যালেরিয়ায় আক্রান্তের ৯০ ভাগই সীমান্তবর্তী পাহাড় ও বনাঞ্চলবেষ্টিত তিন পার্বত্য জেলা বান্দরবান, রাঙামাটি এবং খাগড়াছড়িতে বাস করে।

গতকাল স্বাস্থ্য অধিদফতরে বিশ্ব ম্যালেরিয়া দিবস উপলক্ষে জাতীয় ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি ও ব্র্যাক আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে দেশে সর্বশেষ ম্যালেরিয়া সংক্রান্ত এসব তথ্য জানানো হয়।

ঝুঁকিপূর্ণ অন্য জেলাগুলো হল—কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সিলেট, হবিগঞ্জ, নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ, শেরপুর ও কুড়িগ্রাম।

এমন অবস্থায় আগামীকাল বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও পালিত হবে বিশ্ব ম্যালেরিয়া দিবস। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য, 'সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য ম্যালেরিয়া শেষ করুন।'

বিশেষজ্ঞরা জানান, ম্যালেরিয়া স্ত্রী এনোফিলিস মশাবাহিত একটি সংক্রামক রোগ। এটি প্লাজমোডিয়াম প্রজাতির এক ধরনের পরজীবী জীবাণু দ্বারা সংঘটিত হয়। জ্বরের সঙ্গে প্রচণ্ড কাঁপুনি থাকলে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হয়।

এর সঙ্গে অজ্ঞান হওয়া, হঠাৎ অস্বাভাবিক আচরণ করা, বারবার খিঁচুনি ও বমি হওয়া, অত্যধিক দুর্বলতা, শিশুদের ক্ষেত্রে মায়ের দুধ বা অন্য খাবার খেতে না পারা ইত্যাদি এক বা একাধিক লক্ষণ থাকলে মারাত্মক ম্যালেরিয়া হয়েছে বলে ধরা হয়।

এরপর পৃষ্ঠা ৫ : কলাম ১

রানা প্লাজা ট্র্যাজেডির তিন বছর পূর্তি উপলক্ষে সিপিডির সংলাপে অতিথিরা —সকালের খবর

মালিক-শ্রমিকের অংশীদারিত্ব নিশ্চিতের আহ্বান

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

একটি পণ্য ২৫ ডলারে বিক্রি হচ্ছে। এর মাঝের ২০ ডলার যাচ্ছে কোথায়, তার সমাধান করতে হবে। তা না হলে এ ধরনের সমস্যার সমাধান হবে না। সিপিডির সম্মানীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, নির্বাহী পরিচালক প্রফেসর মুস্তাফিজুর রহমান, অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম, ব্যারিস্টার সারাহ হোসেন, সংসদ সদস্য ইসরাফিল আলম, শ্রম সচিব মিকাইল শিপার ও শ্রমিক নেতারা বক্তব্য রাখেন। এ ছাড়াও ঢাকাস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত মার্শিয়া বার্নিকাটসহ নেদারল্যান্ডস, ফ্রান্স, স্পেন, সুইডেন, নরওয়ের রাষ্ট্রদূতসহ আইএলও, অ্যাকর্ড, অ্যালায়েন্স প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

সিপিডির অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম সেমিনারে মূল প্রবন্ধে উল্লেখ করেন রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পর তিন বছর পার হয়ে গেলেও এর আইনি উদ্যোগগুলোর কোনোটির প্রাথমিক নিষ্পত্তি হয়নি। এ দুর্ঘটনার পর অ্যাকর্ড, অ্যালায়েন্স আর ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যানের উদ্যোগের পরেও প্রায় ৯০০ তৈরি পোশাক কারখানা পরিদর্শনের বাইরে রয়ে গেছে। সংস্কারের জন্য গড়ে প্রতিটি কারখানায় আড়াই কোটি টাকা ব্যয় করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সে পরিমাণ ব্যয় করা সম্ভব হয়নি।

মূল প্রবন্ধে তিনি আরও উল্লেখ করেন, রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পর থেকে গত বছর পর্যন্ত সাড়ে ৩শ'র বেশি নিহত শ্রমিক নিখোঁজ ছিল। গত এক বছরে আর কিছু শ্রমিকের পরিচয় নিশ্চিত করা গেছে। তবে এখনও ৫৫ জন শ্রমিক নিখোঁজ রয়েছে। আর এই নিখোঁজ শ্রমিকের পরিবারের সদস্যরা ক্ষতিপূরণ হিসেবে কিছুই পাননি। এ ছাড়া তিন বছর পর রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় আহত শ্রমিকদের চিকিৎসাব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। এখন আর তাদের চিকিৎসার খবর কেউ নেয় না। এ ছাড়া রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পর সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, কিন্তু এগুলোতে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। এসব উদ্যোগকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ কীভাবে দেওয়া যায় সে চেষ্টা করতে হবে।

সিপিডির সম্মানীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, গত তিন বছরে হালনাগাদ তথ্য নিয়ে এবারের প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। প্রতিবেদনে ৫টি বিষয়কে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। নিখোঁজ শ্রমিক, আহত শ্রমিকদের চিকিৎসা, পুনঃকর্মসংস্থান, আইনি পরিস্থিতি ও আর্থিক সহায়তার বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। সংলাপে অংশ নেওয়া শ্রমিক নেতারা বলেন, রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পর থেকে এখনও পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ হিসেবে একটি টাকাও দেওয়া হয়নি। হতাহত বা তাদের পরিবারের সদস্যরা হয়তো কেউ ১০ লাখ বা কেউ ১৫ লাখ টাকা পেয়েছেন। কিন্তু সেগুলো ছিল অনুদান, ক্ষতিপূরণ নয়। প্রকৃত অর্থে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা গার্মেন্ট মালিকদের। কিন্তু মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ প্রধানমন্ত্রীর তহবিলে টাকা দিলেও শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণের টাকা দেয়নি।

আলোচনায় অংশ নিয়ে ব্যারিস্টার সারাহ হোসেন বলেন, তিন বছর পার হয়ে গেলেও রানা প্লাজা নিয়ে কিছু হাইনি বিষয় নিষ্পন্ন হয়নি। এটি ক্ষতিপূরণ না তাদের যোগ্য পাওনা, সেটির সুরাহা হয়নি। তিনি আরও বলেন, রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পর তৈরি পোশাক শিল্পের নিরাপত্তায় অনেক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ ধরনের উদ্যোগ অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রে নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

আলোচনায় অংশ নিয়ে বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত মার্শা স্টিফেন ব্লুম বার্নিকাট বলেছেন, সস্তা শ্রম নয়, শ্রমিকদের কাজের নৈপুণ্যে যে পোশাক তৈরি হচ্ছে, বিশ্বব্যাপী সেটার জনপ্রিয়তার কারণেই তৈরি পোশাক খাতের বিস্তার হয়েছে। যে কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘ সময় বাংলাদেশের সঙ্গে আছে এবং আগামীতেও থাকবে। কারখানা পরিদর্শনে আসা ক্রেতাদের দুটি সংগঠন অ্যাকর্ড এবং অ্যালায়েন্স বাংলাদেশে কতদিন তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করবে, এমন তর্কে নিজ দেশের অবস্থান তুলে ধরে বার্নিকাট বলেন, অ্যাকর্ড, অ্যালায়েন্সের অবদান প্রথম দিকে বোঝা না গেলেও এখন এটার ফল পাওয়া যাচ্ছে। কারণ, তারা গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাজ করেছে। রানা প্লাজা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, রানা প্লাজার মতো একটি খারাপ ঘটনা পুরো খাতকে কলঙ্কিত করে। কিন্তু এরপরও তো অনেক ভালো কারখানা রয়েছে।

বিজিএমইএর সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ফারুক হাসান বলেন, আমরা কারখানা নিরাপত্তার বিষয়ে অনেক কঠোর হয়েছি। নিরাপত্তার ক্ষেত্রে 'জিরো টলারেন্স' কোনো ছাড় নেই। অনেকেই নতুন কমপ্লায়েন্স ভবনে কারখানা সরিয়ে নিচ্ছে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে গ্যাস না পাওয়ায় বড় সমস্যা বলে তিনি উল্লেখ করেন। নতুন কারখানার অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা শ্রমিক নিরাপত্তার বিষয়টিকে সবচেয়ে গুরুত্ব দিচ্ছি।

বাংলাদেশে অ্যাকর্ড-অ্যালায়েন্সের ২০১৮ সালের পর থাকা না থাকা বিষয়ে সুইডিশ রাষ্ট্রদূত বলেন, অ্যাকর্ড-অ্যালায়েন্স বাংলাদেশে কতদিন থাকবে সেটি নির্ভর করছে বায়ারদের মর্জির ওপর। ক্রেতারা যতদিন মনে করবে বাংলাদেশে পোশাক কারখানার মান উন্নয়নে অ্যাকর্ড-অ্যালায়েন্স থাকা দরকার ততদিন থাকবে।

শ্রম আইনের বিধিমালাকে 'বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন ২০১৩'-এর সঙ্গে সাংঘর্ষিক বলে মন্তব্য করেছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ইসরাফিল আলম। এ বিধিমালায় মালিকদের স্বার্থ রক্ষা করা হয়েছে বলেও অভিযোগ তার। তিনি বলেন, আপনারা হয়তো সবাই জানেন, তারপরেও বিষয়টা বলা উচিত আমরা চার মাসের মধ্যে মন্ত্রিসভায় পাস করা শ্রম আইনের ৭৩ ধারায় সংশোধন করেছিলাম। ব্যাপক আলোচনার মধ্য দিয়ে নয়টি নতুন ধারা সংযোজন করেছিলাম। কেন করেছিলাম? মালিক, শ্রমিক, আন্তর্জাতিক ফোরাম এবং আইএলওসহ সবার কাছে গ্রহণযোগ্য করার জন্য। কিন্তু সেটা করা যায়নি। সংলাপে উপস্থিত শ্রমিক নেতারা আবারও পোশাক খাতে ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার দাবি জানান। তারা দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের এ যাবৎকালে যতটা অর্থ সহযোগিতা দেওয়া হয়েছে তার পুরোটাই কোনো না কোনো ক্রেতা গোষ্ঠী বা সংস্থার অনুদান বা সাহায্য। প্রকৃত অর্থে এখন পর্যন্ত কোনো ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়নি। এই ক্ষতিপূরণ কার কাছ থেকে কীভাবে আদায় করা হবে তার একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা চান তারা। একই সঙ্গে রানা প্লাজাসহ গার্মেন্ট খাতে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনায় আহতদের সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত সুচিকিৎসা ও যারা সুস্থ হয়ে উঠেছে তাদের কর্মসংস্থানের দাবি জানান তারা।